বর্তমান তীর্থঙ্কর

শ্রী সীমন্ধর স্বামী

Bengali

দাদা ভগবান কথিত

বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী

মূল গুজরাটি সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagawan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 79 3500 2100, +91 9328661166/77

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০২৪, ৫০০ কপি

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !
দ্রব্য মূল্য : ৩০ টাকা (Rs 30)

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
এইচ্. বী. কাপড়িয়া নিউ হাইস্কুলের সামনে,
ছত্রাল-প্রতাপপুরা রোড, ছত্রাল,
তা. কলোল, জি. গান্ধীনগর -৩৮২৭২৯
Gujarat, India.
ফোন : +91 79 3500 2142

ISBN/eISBN : 978-93-91375-97-3

Printed in India

ত্রিমন্ত্র

নমো অরিহন্তাণম্

নমো সিদ্ধাণম্

নমো আয়রিয়াণম্

নমো উবজ্ঝায়াণম্

নমো লোয়ে সব্বসাহূণম্

এ্যাসো পঞ্চ নমুক্কারো ;

সব্ব পাবপ্পনাশণো

মঙ্গলাণম্ চ সব্বেসিম্ ;

পঢ়মম্ হবই মঙ্গলম্ ॥ ১ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ ২ ॥

ওঁ নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥

জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

১৯৫৮ সালের জুন মাসের এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হয় ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কন্ট্রাকটরী ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, ধর্ম তে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন টাকা-পয়সা নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেই ভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও সে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধ হওয়া জ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। তাকে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের আর ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানাতে গিয়ে বলতেন যে "এই যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব । তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

-দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন । দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবেন অমীন (নীরুমা)- কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন । দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন । নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে । এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন ।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য । অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে । যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে ।

নিবেদন

আত্মবিজ্ঞানী শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, যাঁহাকে লোকে 'দাদা ভগবান' নামেও জানে, তাঁহার শ্রীমুখ থেকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক-রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। এই পুস্তকে বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী তথা ওনার ভরত ক্ষেত্রের সাথে ঋণানুবন্ধের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রূপে সংকলন হয়েছে। বিজ্ঞ পাঠকদের অধ্যয়ন করার সাথেই শ্রী সীমন্ধর স্বামীর সাথে সন্ধানের ভূমিকা নিশ্চিত ভাবে স্থির হয়ে যায়।

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহারজ্ঞান সম্বন্ধী বিভিন্ন বিষয়ে নির্গত সরস্বতীর অদ্ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা পাঠকদের জন্য বরদান স্বরূপ সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত ত্রুটির জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

সম্পাদকীয়

মোক্ষ প্রাপ্তির ইচ্ছা কার না হয় ? পরন্তু প্রাপ্তির মার্গ মেলা কঠিন আর মোক্ষমার্গের দাতা ছাড়া সেই মার্গে কে নিয়ে যাবেন ?

পূর্বে ও অনেক জ্ঞানী পুরুষ আর তীর্থঙ্কর ভগবান হয়েছেন আর কত ই লোকের মোক্ষের ধ্যেয় সিদ্ধ করিয়ে গিয়েছেন । বর্তমানে তরণ-তারণ জ্ঞানী পুরুষ 'দাদাশ্রী' দ্বারা এই মার্গ খোলা আছে, অক্রম মার্গের মাধ্যমে ! ক্রমে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা আর অক্রমে লিফ্ট দিয়ে ওঠা, এরমধ্যে কোনটা সহজ ? সিঁড়ি কি লিফ্ট ? এই কালে লিফ্ট-ই পোষাবে তো, প্রত্যেকের ।

'এই কালে এই ক্ষেত্র থেকে সোজা মোক্ষ নেই' শাস্ত্র এমন বলে । কিন্তু ভায়া মহাবিদেহ ক্ষেত্রে শ্রী সীমন্ধর স্বামীর দর্শনে মোক্ষ প্রাপ্তির মার্গ তো খোলা ই আছে না, অনেক সময় থেকে । সম্পূজ্য দাদাশ্রী সেই মার্গ দ্বারা মুমুক্ষুদের মোক্ষে পৌঁছায়, আর সেই প্রাপ্তির বিশ্বাস নিশ্চয় ই মুমুক্ষুদের হয় ।

এই কালে এই ক্ষেত্রে বর্তমান তীর্থঙ্কর নেই, পরন্তু এই কালে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী বিরাজমান আছেন আর ভরত ক্ষেত্রের মোক্ষার্থী জীবদের মোক্ষ প্রাপ্ত করান । জ্ঞানী পুরুষ সেই মার্গ দ্বারা পৌঁছে অন্যদের সেই মার্গ দেখান ।

প্রত্যক্ষ-প্রকট তীর্থঙ্করের পরিচয় হওয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাব জাগা আর দিন-রাত তাঁহার সন্ধান করে, অন্তে তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন পেয়ে কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, এটাই মোক্ষের প্রথম থেকে অন্তিম মার্গ, জ্ঞানী এমন বলেন।

শ্রী সীমন্ধর স্বামীর আরাধনা যত অধিক হবে, তত ই তাঁহার সাথে সন্ধান সতত বিশেষ রূপে থাকবে । এতে তাঁহার সাথের ঋণানুবন্ধ গাঢ় হবে । অন্তে পরম অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছে, তাঁহার চরণ কমলেই স্থানপ্রাপ্তির মোহর লেগে যায় !

শ্রী সীমন্ধর স্বামী পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য প্রথমে তো এই ভরত ক্ষেত্রের সমস্ত ঋণানুবন্ধন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত করতে হবে আর ও অক্রম জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্ত আত্মজ্ঞান আর পাঁচ আজ্ঞার পালন থেকেই হতে পারে ! আর সাথে-সাথে শ্রী সীমন্ধর স্বামীর অনন্য ভক্তি, দিন-রাত আরাধনা করতে করতে তাঁহার সাথে ঋণানুবন্ধ স্থাপিত হয়, যা এই দেহ ত্যাগ হলেই, ওখানে যাওয়ার পথ বানিয়ে দেয় !

প্রকৃতির নিয়ম এমন হয় যে যেমন আন্তরিক পরিণতি হয়, সেই অনুসারে পরের জন্ম নিশ্চিত হয়। এখন ভরত ক্ষেত্রে পঞ্চম 'আরা' (কাল চক্রের দ্বাদশ ভাগ) চলছে। সব মনুষ্য কলিযুগী। অক্রম বিজ্ঞান প্রাপ্ত করে জ্ঞানীর আজ্ঞার আরাধন শুরু করে, তখন থেকে আন্তরিক পরিণতি একদম উচ্চস্তরে পৌঁছে যায়। সে কলিযুগী থেকে সত্যযুগী হয়ে হয়। ভিতরে চতুর্থ আরা প্রবর্তমান হতে থাকে। বাইরে পঞ্চম আর ভিতরে চতুর্থ আরা! আন্তরিক পরিণতি তে পরিবর্তন হওয়ার জন্য যেখানে চতুর্থ আরা চলছে, মৃত্যুর পরে জীব সেখানেই আকর্ষিত হয়ে যায় আর তাতেও শ্রী সীমন্ধর স্বামীর ভক্তিতে তাঁহার সাথে ঋণানুবন্ধ প্রথম থেকেই বেঁধে নেয়। সেইজন্য সেই জীব তাঁহার সমীপে, চরণে আকর্ষিত হয়ে যায়! এই সব নিয়ম, প্রকৃতির!

সম্পূজ্য দাদাশ্রী সব সময় বলতেন যে যখন মূল নায়ক সীমন্ধর স্বামীর মন্দির বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ হবে, ভব্য মন্দিরের নির্মাণ হবে, ঘরে-ঘরে সীমন্ধর স্বামীর পূজা-আরতি হবে, তখন জগতের নক্সা কিছু অন্য ই হয়ে যাবে।

ভগবান সীমন্ধর স্বামীর সম্বন্ধে একটু কথা বলতেই লোকের হৃদয়ে তাঁহার প্রতি ভক্তি শুরু হয়ে যায়। দিন-রাত শ্রী সীমন্ধর স্বামীকে দাদা ভগবানের সাক্ষীতে নমস্কার করতে থাকা। প্রতিদিন সীমন্ধর স্বামীর আরতি আর চল্লিশ বার নমস্কার করা।

সাধারণতঃ পরম কৃপালু শ্রী দাদা ভগবান সমস্ত মুমুক্ষুদের নিম্নলিখিত নমস্কার বিধির দ্বারা সীমন্ধর স্বামীর সাথে সন্ধান করাতেন।

'প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, বর্তমানে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে বিচরিত তীর্থঙ্কর ভগবান শ্রী সীমন্ধর স্বামী কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি।'

এ শব্দ সন্ধান নয়, পরন্তু সেই সময় মুমুক্ষুদের নিজে শ্রী সীমন্ধর স্বামী কে নমস্কার করছি এমন অনুভূতি হয়, ও সন্ধান ই।

'প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে' এমন শব্দপ্রয়োগ এইজন্য প্রায়োজিত করা হয়েছে, যে যখন পর্যন্ত মুমুক্ষের শ্রী সীমন্ধর স্বামীর সাথে সোজা তার জোড়ে নি, তখন পর্যন্ত যাহার নিরন্তর তাঁহার সাথে তার জুড়ে আছে, এমন জ্ঞানী পুরুষ শ্রী দাদা ভগবানের মাধ্যমে, আমরা শ্রী সীমন্ধর স্বামী কে আমাদের নমস্কার পৌঁছাতে পারি। যার ফল প্রত্যক্ষ করা নমস্কার যতটা ই মেলে। উদাহরণ হিসাবে আমাদের কোন সমাচার আমেরিকা পৌঁছাতে হয়, কিন্তু সেটা আমরা স্বয়ং পৌঁছাতে পারি না, সেইজন্য আমরা সেই সমাচার ডাক বিভাগ কে সুপূর্দ করে নিশ্চিত হয়ে যাই। এই দায়িত্ব ডাক বিভাগের আর সে সেটা পালন ও করে। সেই ভাবেই পূজ্য দাদাশ্রী শ্রী সীমন্ধর স্বামী কে আমাদের খবর পৌঁছানোর দায়িত্ব নিজের উপরে নেন।

দাদা ভগবান কে সাক্ষী রেখে নমস্কার বিধি কর। এই নমস্কার বিধি যাহাঁর সম্যক দর্শন প্রাপ্ত হয়েছে, সেই সমকিতি মহাত্মা বোধপূর্বক করে তো তার ফল কোন অন্য ই মেলে। মন্ত্র বলার সময় এক-এক অক্ষর ধ্যান পূর্বক পড়া উচিত, এতে চিত্ত সম্পূর্ণতঃ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ চিত্তশুদ্ধি পূর্বক নমস্কার অর্থাৎ স্বয়ং নিজেকে শ্রী সীমন্ধর স্বামীর মূর্তি স্বরূপকে প্রত্যক্ষ নমস্কার করতে দেখা। প্রত্যেক নমস্কারের সাথে সাষ্টাং বন্দনা করতে দেখতে হবে। যখন প্রভূর মূর্ত স্বরূপ দেখায় আর সাথে-সাথে প্রভূর অমূর্ত এমন কেবল জ্ঞান স্বরূপ, যা মূর্ত স্বরূপ থেকে ভিন্ন হয়, সেটা ও বোধে এসে যায়, তখন জানবে যে শ্রী সীমন্ধর স্বামীর সমীপে পৌঁছে গেছি। দাদাজীর শ্রীমুখ থেকে শ্রী সীমন্ধর স্বামীর সাথে সন্ধানের কথা শুনলেই অনেক লোকের এমন অনুভূতি হয়।

আশা যে, যাদের দাদাশ্রীর প্রত্যক্ষ যোগ মেলেনি, তাদের এই পুস্তিকা পরোক্ষ রূপে সন্ধানের ভূমিকা স্পষ্ট করে দেবে। যে ব্যক্তি সত্যিকরে মোক্ষের ইচ্ছুক হবে, তার শ্রী সীমন্ধর স্বামীর সাথে অবশ্য সন্ধান হয়ে যাবে। এমন আগে কখনো উৎপন্ন হয় নি, তেমন শ্রী সীমন্ধর স্বামীর প্রতি জবরদস্ত আকর্ষণ উৎপন্ন হয়, তো বুঝে নেবে যে প্রভূর চরণে স্থান পাওয়ার দামামা বাজতে শুরু করেছে।

সীমন্ধর স্বামীর প্রার্থনা, বিধি আর সীমন্ধর স্বামীর চরণে সদা মস্তক রেখে, নিরন্তর তাঁহার অনন্য শরণের ভাবনায় থাকবে। সম্পূজ্য দাদাশ্রী বার-বার বলেছেন যে 'আমি ও সীমন্ধর স্বামীর কাছে যাবো আর আপনারা ও ওখানে পৌঁছানোর তৈয়ারী করুন। এর বিনা একাবতারী বা দুই অবতারী হওয়া মুস্কিল।' যদি আগামী জন্ম আবার এই ভরত ভূমিতে হবে তো এখানে ভীষন পঞ্চম আরা চলতে থাকবে। ওখানে মোক্ষের কথা তো একদিকে থাকবে পরন্তু আবার মনুষ্য ভব পাওয়া ও দুর্লভ হবে! এমন সংযোগে এখন থেকে সাবধান হয়ে, জ্ঞানীর বলা মার্গে চলে, একাবতারী পদ ই প্রাপ্ত করে নেব! বার-বার এমন সুযোগ পাবে না। প্রবহমান জলের প্রবাহ কে আবার ধরতে পারা যায় না। চলে যাওয়া সময় কে ও আবার ফিরিয়ে আনা যায় না। যে হাতে আসা সুযোগ হারিয়ে ফেলবে, সে দ্বিতীয় বার সুযোগ পাওয়ার অবসর পাবে না। সেইজন্য আজ থেকেই শুরু হয়ে যাবে আর গাইতে থাকবে... 'সীমন্ধর স্বামীর অসীম জয় জয়কার হো!'

সীমন্ধর স্বামী কে? কোথায় আছেন? কেমন হয়? তাঁহার পদ কি? তার বাইরে তাঁহার মহত্ব কত? তাঁহার বিষয়ে যতটুকু সম্ভব হতে পারে, ততটা সমগ্র তথ্য পূজ্য দাদাশ্রীর স্বমুখ থেকে নির্গত হয়েছিল, তার এখানে সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। যা মোক্ষমার্গীদের জন্য আরাধনার জন্য অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে!

- ডা.নীরুবেন অমীন

শ্রী সীমন্ধর স্বামীর জীবন চরিত্র

আমাদের ভারত বর্ষের ঈশাণ কোণে কোটি-কোটি কিলোমিটার দূরে জম্বূদ্বীপের মহাবিদেহ ক্ষেত্র শুরু হয় । তাতে ৩২ বিজয় (ক্ষেত্র)আছে। এই বিজয়ের অষ্টম বিজয় 'পুষ্পকলাবতী' । তার রাজধানী শ্রী পুন্ডরিকগিরী । এই নগরে বিগত চব্বিশের সপ্তদশ তীর্থঙ্কর শ্রী কুন্থুনাথ ভগবানের শাসন কাল আর অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর শ্রী অরহনাথ ভগবানের জন্মের পূর্বে শ্রী সীমন্ধর স্বামীর জন্ম হয়েছিল । তাঁহার পিতা শ্রী শ্রেয়াংস পুন্ডরিকগিরী নগরের রাজা ছিলেন । ভগবানের মাতার নাম সাত্যকী ছিল।

যথাসময়ে মহারানী সাত্যকী অদ্বিতীয় রূপ আর লাবণ্যের, সর্বাঙ্গ-সুন্দর স্বর্ণকান্তির আর বৃষবের চিহ্নযুক্ত পুত্রের জন্ম দেন । (বীর সম্বতের গণনা অনুসারে চৈত্র কৃষ্ণপক্ষ দশমীর মধ্যরাত্রির সময়) বালক জিনেশ্বরের জন্ম মতিজ্ঞান, শ্রুতজ্ঞান আর অবধিজ্ঞান সহিত ই হয়েছিল । ওনার দেহ পাঁচশো ধনুষের সমান । রাজকুমারী শ্রী রুক্মিণীর প্রভূর অর্ধাঙ্গিণী হওয়ার পরম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় ।

ভরতক্ষেত্রে বিংশতিতম তীর্থঙ্কর শ্রী মুনিসুব্রত স্বামী আর একবিংশ তীর্থঙ্কর শ্রী নমীনাথ ভগবানের প্রাগট্য কালের মাঝে, অযোধ্যায় রাজা দশরথের শাসনকালের সময় আর রামচন্দ্র ভগবানের জন্মের পূর্বে শ্রী সীমন্ধর স্বামী মহাভিনিষ্ক্রমণ (সংসার ত্যাগের সময়) উদয়যোগে ফাল্গুন শুক্লপক্ষের তৃতীয়ার দিন দীক্ষা অঙ্গীকার করেন । দীক্ষা অঙ্গীকার করতেই তাঁহার চতুর্থ মনঃপর্যব জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । দোষ কর্মের নির্জরা হতেই হাজার বর্ষের ছদ্মস্থকালের (দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে কেবলজ্ঞান হওয়া পর্যন্ত সময় কাল) পরে শেষ চার ঘাতি কর্মের ক্ষয় করে চৈত্র শুক্লের ত্রয়োদশীর দিন ভগবান কেবলজ্ঞানী আর কেবলদর্শনী হন । তাঁহার দর্শন মাত্রেই জীব মোক্ষগামী হতে থাকেন।

শ্রী সীমন্ধর স্বামী প্রভূর কল্যাণযজ্ঞের নিমিত্ত তে চৌরাসী গণধর, দশ লাখ কেবলজ্ঞানী মহারাজা, শ'কোটি সাধু, শ' কোটি সাধ্বী, নয়'শ কোটি শ্রাবক আর নয়'শ কোটি শ্রাবিকা আছেন । ওনার শাসন রক্ষকে যক্ষদেব শ্রী চান্দ্রায়ণদেব আর যক্ষিণীদেবী শ্রী পাঞ্চাঙ্গুলী দেবী আছেন ।

আগামী চব্বিশের অষ্টম তীর্থঙ্কর শ্রী উদয়স্বামীর নির্বাণের পশ্চাত আর নবম তীর্থঙ্কর শ্রী পেঢালস্বামীর জন্মের আগে শ্রী সীমন্ধর স্বামী আর অন্য উনিশ বিহরমান তীর্থঙ্কর ভগবন্ত শ্রাবণ শুক্ল পক্ষ তৃতীয়ার অলৌকিক দিনে চৌরাসী লাখ পূর্বের আয়ু পূর্ণ করে নির্বাণপদ প্রাপ্ত করবেন ।

* * *

বর্তমান তীর্থঙ্কর
শ্রী সীমন্ধর স্বামী

বর্তমান তীর্থঙ্করের ভক্তি থেকে 'মোক্ষ' !

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্ব্‌মী কে, এ বোঝানোর কৃপা করুন !

দাদাশ্রী : সীমন্ধর স্বামী বর্তমান তীর্থঙ্কর। সে এই পৃথিবীর বাইরে অন্য ক্ষেত্র, মহাবিদেহ ক্ষেত্রে তীর্থঙ্কর ! ঋষভদেব ভগবান হয়েছেন, মহাবীর ভগবান হয়েছেন... তাদের মত সীমন্ধর স্বামী তীর্থঙ্কর।

তিন প্রকারের তীর্থঙ্কর হয়। এক ভূত কালের তীর্থঙ্কর, এক বর্তমান কালের তীর্থঙ্কর আর এক ভবিষ্যত কালের তীর্থঙ্কর ! এর মধ্যে ভূত কালের তো হয়ে গেছেন। তাদের স্মরণ করলে আমাদের পুণ্যফল হয়। তাদের ছাড়া এখন যার শাসন চলছে, তাঁর আজ্ঞায় থাকলে ধর্ম উৎপন্ন হয়। ও মোক্ষের দিকে নিয়ে যাবার হয় !

যদি কখনো বর্তমান তীর্থঙ্কর কে স্মরণ কর, তো তার কথা ই আলাদা হয় ! বর্তমানের ই মূল্য হয় সব, নগদ টাকা হয়, তার মূল্য হয়। যে পরে আসবেন সেই টাকা ভাবী। আর চলে গেছেন সে তো চলে গেছেন ! অতঃ নগদ বিষয় চাই আমাদের ! সেইজন্য নগদের পরিচয় করিয়ে দিই তো ! আর এই সমস্ত কথা নগদ। দিস ইজ দ্যা ক্যাশ ব্যাঙ্ক অফ ডিভাইন সল্যুশন ! নগদ চাই, ধার চলবে না। আর চব্বিশ তীর্থঙ্কর দের ও আমরা নমস্কার করি তো !

সংযতি পুরুষ, চব্বিশ তীর্থঙ্করদের কি বলা হত ? অতীত (ভূতপূর্ব) তীর্থঙ্কর, অর্থাৎ যে ভূতকালে হয়ে গেছেন, তাঁহারা। আমাদের বর্তমান তীর্থঙ্কর কে খুঁজে বের করতে হবে। ভূতকালের তীর্থঙ্করদের ভক্তিতে সংসারে আমাদের প্রগতি হবে, কিন্তু মোক্ষফল প্রাপ্ত হবে না। মোক্ষফল তো আজ যে হাজির আছেন, সে ই দিতে পারেন।

'নমো অরিহন্তানম' আজ কে ?

লোকে যে নবকার মন্ত্র বলে, ও কিসের বোধে বলে ? আমি ওদের জিজ্ঞাসা করি, তখন আমাকে বলে, 'চব্বিশ তীর্থঙ্কর, তাঁহারা ই অরিহন্ত !' তখন আমি বলি, 'তুমি যদি ওদের অরিহন্ত বল তবে ফের সিদ্ধ কাদের বলবে ? তাঁহারা অরিহন্ত ছিলেন, এখন তো সিদ্ধ হয়ে গেছেন। তো এখন অরিহন্ত কে ? এরা অরিহন্ত মানে, ওরা কাকে 'নমো অরিহন্ত' মানে ? 'নমো অরিহন্তানম্' বলে কি না ?

এই চব্বিশ তীর্থঙ্কর আছে না, তাঁদের অরিহন্ত বলা হয়, পরন্তু যখন পর্যন্ত তাঁহারা জীবিত ছিলেন, তখন পর্যন্ত অরিহন্ত। এখন ওনারা তো নির্বাণ হয়ে মোক্ষে চলে গেছেন, সেইজন্য সিদ্ধ বলা হয়। অর্থাৎ সিদ্ধানম্ পদে এসেছে। তো অরিহন্তাণম্ কেউ নেই। যে চব্বিশ তীর্থঙ্কর কে ই অরিহন্ত মানে, ওদের জানা নেই যে ওঁরা তো সিদ্ধ হয়ে গেছেন। অর্থাৎ এই ভাবে ভুল চলে আসছে। সেইজন্য নবকার মন্ত্র ফল দেয় না। ফের আমি ওদের বোঝাই যে অরিহন্ত এখন সীমন্ধর স্বামী। যে হাজির আছেন, জীবন্ত, সে ই অরিহন্ত।

যে তীর্থঙ্কর হয়ে গেছেন, তাহাঁরা বলে গেছেন যে 'এখন ভরত ক্ষেত্রে চব্বিশি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এখন তীর্থঙ্কর হবে না। পরন্তু মহাবিদেহ ক্ষেত্রে তীর্থঙ্কর আছেন, তাঁদের ভক্তি করবে। ওখানে বর্তমান তীর্থঙ্কর আছেন।' কিন্তু ও তো লোকের লক্ষ্যে ই নেই আর সেই চব্বিশি কে ই তীর্থঙ্কর বলে, সব লোকেরা !! বাকী ভগবান তো সবকিছু বলে গেছেন।

মহাবীর ভগবান সবকিছু স্পষ্ট করেছিলেন ! মহাবীর ভগবান জানতেন যে এখন পরে অরিহন্ত থাকবে না। কার আরাধনা করবে এই লোকেরা ? সেইজন্য উনি স্পষ্ট করেছিলেন যে মহাবিদের ক্ষেত্র বিশ তীর্থঙ্কর আছেন আর তাতে শ্রী সীমন্ধর স্বামী ও আছেন। এমন বলেছেন, সেইজন্য পরে মান্য হয়েছে। মার্গদর্শন মহাবীর ভগবানের, পরে কুন্দকুন্দাচার্য ও এই লিঙ্ক পেয়েছিলেন।

অরিহন্ত অর্থাৎ বর্তমানে অস্তিত্বে হতে হবে। যাদের নির্বাণ হয়ে গেছে, ও তো সিদ্ধ বলা হয়। নির্বাণের পশ্চাতে, তাঁদের অরিহন্ত বলা যায় না।

নবকার মন্ত্র কখন ফল দেবে ?

সেইজন্য বলতে হয়েছে যে, 'অরিহন্ত কে নমস্কার কর।' তখন জিজ্ঞাসা করে, যে 'অরিহন্ত কোথায় আছে এখন ?' তখন আমি বলি, 'সীমন্ধর স্বামীকে নমস্কার কর।

সীমন্ধর স্বামী ব্রহ্মাণ্ডে আছেন। তিনি আজ অরিহন্ত। সেইজন্য তাঁহাকে নমস্কার কর! সে হাজির আছেন। অরিহন্ত রূপে হতে হবে, তবেই আমাদের ফল মেলে।' অতঃ পুরা ব্রহ্মাণ্ডে যেখানেই অরিহন্ত আছেন, তাঁদের নমস্কার করছি। এমন বুঝে বলে তো তার ফল খুব সুন্দর মেলে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু বর্তমান বিহরমান বিশ তীর্থঙ্কর আছেন তো ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, সেই বর্তমান বিশ কে অরিহন্ত মান তো তোমার নবকার মন্ত্র ফলবে, নয় তো ফলবে না। অর্থাৎ সীমন্ধর স্বামীর আরাধনা আবশ্যক, তবেই মন্ত্র ফলবে। অনেক লোক এই বিশ তীর্থঙ্করের বিষয়ে না জানার জন্য, অথবা তো 'ওদের আর আমাদের কি সম্বন্ধ ?' এমন ভেবে এই চব্বিশ তীর্থঙ্কর কে ই 'এই অরিহন্ত' এমন মানে। আজ বর্তমানে হতে হবে, তবেই ফল প্রাপ্ত হবে। এমন তো কত সব ভুল হওয়াতে এই লোকসান হয়ে যাচ্ছে।

নবকার মন্ত্র বলার সময় সাথে-সাথে সীমন্ধর স্বামী খেয়ালে থাকতে হবে, তখন আপনার নবকার মন্ত্র শুদ্ধ রূপে হয়েছে বলা যাবে।

লোকে আমাকে বলে যে আপনি সীমন্ধর স্বামীর কেন বলান ? চব্বিশ তীর্থঙ্কর দের কেন বলান না ? আমি বলি, 'চব্বিশ তীর্থঙ্করের তো বলি ই। কিন্তু আমি রীতি অনুসারে বলি। আর সীমন্ধর স্বামীর অধিক বলি, কারণ তিনি বর্তমান তীর্থঙ্কর আর 'নমো অরিহন্তানম্' তাঁহাকেই পৌঁছায়।

এ তো প্রকট, প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ ভগবান !

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামী কে প্রকট বলা হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তাঁহাকে প্রকট বলা হয়। প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ। দেহধারী আর এখন মহাবিদেহ ক্ষেত্রে তীর্থঙ্কর রূপে বিচরণ করছেন।

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামী মহাবিদেহ ক্ষেত্রে আছেন তো তিনি আমাদেরে জন্য প্রকট কিভাবে বলা যাবে ?

দাদাশ্রী : কোলকাতায় সীমন্ধর স্বামী আছেন, তাঁহাকে দ্যাখ নি তখনো প্রকট মানা হবে, তেমন ই এ, মহাবিদেহ ক্ষেত্রে।

প্রত্যক্ষ-পরোক্ষের স্তুতি তে তফাৎ

প্রশ্নকর্তা : আমরা মহাবীর ভগবানের স্তুতি করি, প্রার্থনা করি আর সীমন্ধর স্বামীর স্তুতি করি, প্রার্থনা করি তো এই দুটোর ফলে কি তফাৎ হবে ?

দাদাশ্রী : ভগবান মহাবীরের স্তুতি তিনি নিজে তো শোনেন ই না, তবুও কেউ সীমন্ধর স্বামীর নাম না করে, কিন্তু মহাবীর ভগবানের নাম করে তাহলেও ভাল। কিন্তু মহাবীর ভগবানের শুনবে কে ? সে স্বয়ং তো সিদ্ধগতিতে গিয়ে বসে আছেন !! তাঁহার এখানের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই ! এ তো আমরা নিজে নিজেই রূপক বানিয়ে-বানিয়ে স্থাপিত করতে থাকি। সে এখন তীর্থঙ্কর ও নয়। সে তো এখন সিদ্ধ ই আছেন। এই সীমন্ধর স্বামী হাজির আছেন, সে ই ফল দেবেন।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ যে ফল মেলে ও, 'নমো অরিহন্তাণম্' এর ই ফল মেলে, এমন হল তো ? 'নমো সিদ্ধানম'এর কোন ফল নেই ?

দাদাশ্রী : অন্য কিছু ফল মেলে না। ও তো, যদি আমরা স্থির করে নিই যে 'ভাই, কোন স্টেশনে যাবেন ? তখন বলে, 'ভাই, আনন্দ যাবো।' তো আনন্দ আমাদের লক্ষ্যে থাকে। সেই ভাবে এই মোক্ষে যেতে হবে, সিদ্ধগতি যেতে হবে, ও লক্ষ্যে থাকে। বাকী সর্বশ্রেষ্ঠ উপকারী তো অরিহন্ত ই বলা হয়। অরিহন্ত কাকে বলবে ? যে হাজির আছেন, তাঁহাকে। গরহাজির হয়, তাঁহাকে অরিহন্ত বলা হয় না। প্রত্যক্ষ- প্রকট হতে হবে। সেইজন্য সীমন্ধর স্বামীর উপরে নিজের সম্পূর্ণ লক্ষ্য নিয়ে যাও এখন। এমনি তো বিশ তীর্থঙ্কর আছেন, কিন্তু অন্য কত নাম আমাদের মনে থাকবে ? তার বদলে এই যা মহত্বের, আমাদের হিন্দুস্থানের জন্য বিশেষ রূপে মহত্বপূর্ণ মানা হয়েছে, সে সীমন্ধর স্বামী, তাঁহার উপরে নিজের লক্ষ্য নিয়ে যাও আর তাঁহার জন্য জীবন অর্পিত কর এখন।

দৃষ্টি, ভগবানের দর্শনের

প্রশ্নকর্তা : মহাবিদেহ ক্ষেত্র সীমন্ধুর স্বামীর প্রবৃত্তি কি ?

দাদাশ্রী : তাঁহার কি প্রবৃত্তি ? ব্যাস, ভগবান ! লোকে দর্শন করে আর সে বীতরাগ ভাবে বাণী বলেন।

প্রশ্নকর্তা : দেশনা ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ব্যাস, দেশনা দেন।

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামী মহাবিদেহ ক্ষেত্রে আর কি করেন ?

দাদাশ্রী : ওনাকে কিছুই করতে হয় না । কর্মের উদয়ের অনুসারে, ব্যাস । নিজের উদয়কর্ম যা করায়, তেমন করেন । তাঁহার নিজের ইগোইজম (অহংকার) সমাপ্ত হয়ে গেছে আর সারা দিন জ্ঞানেই থাকেন । মহাবীর ভগবান থাকতেন, তেমন। ওনার ফলোয়ার্স (অনুযায়ী) অনেক আছে তো ।

দর্শন মাত্রেই মোক্ষ

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামীর দর্শনের বর্ণন করুন ।

দাদাশ্রী : সীমন্ধর স্বামীর আয়ু এই সময় দেড় লাখ বছর । তিনি ঋষভদেব ভগবানের মত । ঋষভদেব ভগবান কে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান বলা হয় । তেমন এ ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ভগবান বলা হয় । সে আমাদের এখানে নেই, কিন্তু অন্য ভূমিতে আছেন । সেখানে মনুষ্য যেতে পারে না । জ্ঞানী নিজের শক্তি ওখানে পাঠান । জিজ্ঞাসা করে আবার ফিরে আসে । ওখানে স্থুল শরীরে যাওয়া যায় না কিন্তু ওখানে জন্ম হবে, তবে যেতে পারবে ।

আমাদের এখানে ভরত ক্ষেত্রে তীর্থঙ্করের জন্ম হত, কিন্তু আড়াই হাজার বছর থেকে বন্ধ আছে ! তীর্থঙ্কর অর্থাৎ অন্তিম, 'ফুল মুন' (পূর্ণ চন্দ্র) ! কিন্তু ওখানে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে সদৈব তীর্থঙ্কর জন্ম নেন । সীমন্ধর স্বামী আজ ওখানে বিদ্যমান আছেন ।

প্রশ্নকর্তা : তিনি অন্তর্যামী ?

দাদাশ্রী : তিনি আমাদের দেখেন । আমরা ওনাকে দেখতে পারি না । তিনি পুরা জগত কে দেখতে পারেন ।

সীমন্ধর স্বামী অন্য ক্ষেত্র আছেন । এই সমস্ত কথা বুদ্ধির বাইরে, কিন্তু আমার জ্ঞানে এসেছে । এ লোকের বোধে আসে না । কিন্তু আমার এক্জেক্ট (যেমন ই তেমন) বোধে আসে । ওনার দর্শন করলে লোকের অনেক কল্যাণ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : ওনার দেহ কেমন ? মনুষ্য যেমন ? আমাদের মত ?

দাদাশ্রী : দেহ আমাদের মত ই, মনুষ্য যেমন ই দেহ ।

প্রশ্নকর্তা : ওনার দেহের পরিমাণ কি ?

দাদাশ্রী : পরিমাণ অনেক বিশাল। হাইট অনেক উঁচু। ওনার আয়ু দীর্ঘ আর সব ব্যাপার ই আলাদা।

মহাবিদেহ ক্ষেত্র কোথায় ? কেমন ?

প্রশ্নকর্তা : যেখানে সীমন্ধর স্বামী বিচরণ করছেন, সেই মহাবিদেহ ক্ষেত্র কোথায় আছে ?

দাদাশ্রী : ও তো আমাদের এই ভরত ক্ষেত্র থেকে একেবারে আলাদা, ঈশান দিশাতে আছে। সব ক্ষেত্র আলাদা-আলাদা হয়। ওখানে এমনি সহজে যাওয়া যায় না।

প্রশ্নকর্তা : মহাবিদেহ ক্ষেত্র, ও আমাদের ভরত ক্ষেত্র থেকে আলাদা মানা হয়?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আলাদা। শুধু মহাবিদেহ ক্ষেত্র ই এমন, যেখানে সদৈব তীর্থঙ্কর জন্ম নেন আর আমাদের ক্ষেত্রে নিশ্চিত সময়ে ই তীর্থঙ্কর জন্ম নেন, পরে হয় না। আমাদের এখানে কিছু সময়ের জন্য তীর্থঙ্কর থাকেন না। কিন্তু এখন যে এই সীমন্ধর স্বামী আছেন, সে আমাদের জন্য। সে এখন দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবেন।

ভূগোল, মহাবিদেহ ক্ষেত্রের

প্রশ্নকর্তা : এখন মহাবিদেহ ক্ষেত্রের বিষয়ে একটু বিস্তারে বলুন। কত যোজন দূরে মেরুপর্বত, এই যে কথা শাস্ত্রে লেখা আছে, ও সঠিক কি ?

দাদাশ্রী : সত্যি। ওতে তফাৎ নেই। তথ্যপূর্ণ কথা। হ্যাঁ, কত বছরের আয়ুষ্য আর এখন কত বছর থাকবেন, ও সব সুনিয়োজিত। পুরা ব্রহ্মান্ড, তাতে মধ্যলোক আছে আর তাতে পনেরো প্রকারের ক্ষেত্র আছে। মধ্যলোক গোলাকার। কিন্তু লোকের এই অন্য কিছু কথা বোধে আসবে না। কারণ এক বাতাবরণ থেকে দ্বিতীয় বাতাবরণে যেতে পারা যায় না, এমন ক্ষেত্র সব ভিতরে। মনুষ্যের জন্ম হওয়ার মত আর মনুষ্যের থাকার মত পনেরো ক্ষেত্র আছে। এর মধ্যে এক এই আমাদের ভূমি। এর উপরান্ত অন্য চৌদ্দ আছে। ওতেও আমাদের মত ই মনুষ্য আছে। আমাদের এখানে কলিযুগী আর ওখানে সত্যযুগী। কোথাও-কোথাও কলিযুগ আর কোন জায়গায় সত্যযুগ ও। এই ভাবে মনুষ্য আছে আর ওখানে, মহাবিদেহ ক্ষেত্রে তো এখন সীমন্ধর স্বামী স্বয়ং বিদ্যমান আছেন। এখন ওনার দেড় লাখ বছর বয়েস আর এখন সওয়া লাখ বছর পর্যন্ত থাকবেন। ভগবান রামচন্দ্রের সময়ে ওনাকে দেখেছিলেন। আর আগেই সে জন্মেছিলেন। রামচন্দ্র ভগবান জ্ঞানী ছিলেন। ওনার জন্ম এখানে হয়েছিল কিন্তু সে

সীমন্ধর স্বামী কে দেখতে পারতেন। সীমন্ধর স্বামী তো ওনার আগে ছিলেন, অনেক আগের থেকেই। এই যে সীমন্ধর স্বামী, তিনি জগত কল্যাণ করবেন।

শ্রী সীমন্ধর স্বামী, ভরত ক্ষেত্রের কল্যাণের নিমিত্ত

প্রশ্নকর্তা : মহাবিদেহ ক্ষেত্রে এখন তীর্থঙ্কর বিরাজমান আছেন। তেমন ই অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন তীর্থঙ্কর বিরাজমান আছেন ?

দাদাশ্রী : এই পাঁচ ভরত ক্ষেত্রে আর পাঁচ ঐরাবত ক্ষেত্রে, বর্তমানে তীর্থঙ্কর বিরাজমান নেই। অন্য পাঁচ মহাবিদেহ ক্ষেত্র আছে, সেখানে এই সময় চতুর্থ আরা (এক যুগের সময়) চলছে, সেখানে তীর্থঙ্কর বিচরণ করছেন। সেখানে সদৈব চতুর্থ আরা থাকে আর আমাদের এখানে তো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট-এই ভাবে আরা বদলাতে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : এখানে তীর্থঙ্কর কখন হয় ?

দাদাশ্রী : এখানে তৃতীয়-চতুর্থ আরায় তীর্থঙ্কর থাকেন।

প্রশ্নকর্তা : আর তীর্থঙ্কর, ও আমাদের এখানে, হিন্দুস্থানে ই হয়, অন্য কোথাও হয় না ?

দাদাশ্রী : এই ভুমিতে ! এই ভুমি, হিন্দুস্থানের ই ! এই ভুমি তে তীর্থঙ্কর হন, অন্য জায়গায় জন্ম ই হয় না। চক্রবর্তী ও এই ভূমিতে হয়, অর্থচক্রী ও এই ভূমিতে হয়। তেষট্টি শলাকা পুরুষ সব এখানেই হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই ভূমির কোন মহত্বতা হবে ?

দাদাশ্রী : এই ভূমি কে অনেক উচ্চ মানা হয়।

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামীর ই পূজা কিসের জন্য ? অন্য বর্তমান তীর্থঙ্করের পূজা কেন না ?

দাদাশ্রী : সব তীর্থঙ্করের হতে পারে, কিন্তু সীমন্ধর স্বামীর এখানে হিন্দুস্থানের সাথে হিসাব আছে, ভাব আছে ওনার। বিশ তীর্থঙ্করের মধ্যে বিশেষ রূপে সীমন্ধর স্বামীর আরাধনা করা উচিত, কারণ আমাদের ভরত ক্ষেত্রের সব থেকে কাছে সে ই আছেন আর ভরত ক্ষেত্রে সাথে ওনার ঋণানুবন্ধ আছে।

বর্তমানে বিশ তীর্থঙ্কর আছেন, তাদের মধ্যে কেবল তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামীর ই ভরত ক্ষেত্রে সাথে ঋণানুবন্ধ, হিসাব আছে। তীর্থঙ্করের ও হিসাব হয় আর সীমন্ধর স্বামী তো আজ সাক্ষাৎ প্রকট আছেন।

তো এখন আপনি অরিহন্ত কাকে মানবেন ? এই সীমন্ধর স্বামী কে, আর যে অন্য উন্নিশ তীর্থঙ্কর আছেন, অন্যরা সবাই অরিহন্ত কিন্তু সেই তীর্থঙ্করদের সাথে সম্বন্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। একজনের সাথে রাখ তো তাতে বাকি সবাই এসে যাবে। অতঃ সীমন্ধর স্বামীকে দর্শন করবে। 'হে অরিহন্ত ভগবান ! আপনি ই আসল অরিহন্ত এখন!' এমন বলে নমস্কার করবে।

ওখানে আছে, মন-বচন-কায়ার একতা

মহাবিদেহ ক্ষেত্রে ও মনুষ্য আছে, ওরা আমাদের মতই, দেহধারী। ওখানে মনুষ্যের সব মনোভাব আমাদের মত ই।

প্রশ্নকর্তা : ওখানে আয়ুষ্য লম্বা হয় তো দাদাজী ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আয়ুষ্য দীর্ঘ হয়, অনেক লম্বা হয়। বাকী, আমাদের মত ই মানুষ, আমাদের মত ব্যবহার। কিন্তু আমাদের এখানে চতুর্থ আরায় যেমন ব্যবহার ছিল, তেমন হয়। এই পঞ্চম আরার লোকে এখন তো পকেট কাটা ও শিখে গেছে আর ভিতরে ভিতরেই আত্মীয়-স্বজনেও উলটা বলা শিখে গেছে। এমন ব্যবহার ওখানে নেই।

প্রশ্নকর্তা : ওখানে ও এ্মন ই সংসার হয় সব ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এমন ই সব। ওটাও কর্মভূমি, ওখানে ও 'আমি করছি' এমন ভান হয়। অহংকার, ক্রোধ-মান-মায়া-লোভ ও আছেই। ওখানে এই সময় তীর্থঙ্কর আছেন। চতুর্থ আরায় তীর্থঙ্কর থাকেন। বাকী অন্য সব কথা আমাদের মতই।

চতুর্থ আর পঞ্চম আরায় কি পার্থক্য হয় ? তখন বলে, চতুর্থ আরায় মন-বচন-কায়ার একতা হয় আর পঞ্চম আরায় এই একতা ভেঙ্গে যায়। অর্থাৎ মনে যেমন হয়, তেমন বাণী তে বলে না আর বাণীতে হয় তেমন বর্তনে আনে না, তার নাম পঞ্চম আরা। আর চতুর্থ আরায় তো যেমন মনে হয় তেমন ই বাণী তে বলে আর তেমন ই করে। ওখানে চতুর্থ আরায় কোন ব্যক্তি বলে যে, 'আমার পুরা গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার বিচার আসছে' তখন আমাদের বুঝতে হবে যে এ রূপকে আসবে। আর এখানে আজ কেউ বলে যে 'আমি তোমার ঘর জ্বালিয়ে দেব।' তখন আমাদের বুঝতে হবে, যে এখন তো বিচারে আছে, তুমি আমার সাথে কবে মিলবে ?' মুখে বলে তবুও কিছু প্রগতি নেই।

'আমি তোকে মেরে ফেলব' বলে কিন্তু কোন আধার নেই, মন-বচন-কায়ার একতা নেই। তাহলে ফের বলা অনুসারে কিভাবে কার্য হবে ? কার্য হবেই না তো !

কিভাবে যাওয়া যায়, ওখানে ?

প্রশ্নকর্তা : ওখানে যেতে হলে কোন স্থিতিতে মানুষ যেতে পারে ?

দাদাশ্রী : সে ওখানকার মত হয়ে যায়। যখন চতুর্থ আরার লোকের মত হয়ে যায়, এই পঞ্চম আরার দূর্গুণ চলে যায়, তখন ওখানে যায়। কেউ গাল দেয়, তবুও মনে তার জন্য খারাপ ভাব না আসে, তখন ওখানে যেতে পারবে।

প্রশ্নকর্তা : সামান্যতঃ এখান থেকে সোজা মোক্ষে যাওয়া যায় না। প্রথমে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে যেতে হবে আর পরে মোক্ষে যাব, এমন কিভাবে হয় ?

দাদাশ্রী : ক্ষেত্রের স্বভাব এমন হয় যে মনুষ্য যে আরার লায়েক হয়ে যায়, এখানে যে চতুর্থ আরার মত হয়ে যায়, এখানে এই জ্ঞান মেলে নি আর অন্য লোক ও এমন হয়, তো সে ওখানে আকর্ষিত হয়ে যাবে আর ওখানে যে পঞ্চম আরার মত হয়ে যায়, সে এখানে পঞ্চম আরায় এসে যায়, এমন এই ক্ষেত্রে স্বভাব। কাউকে নিয়ে আসতে-নিয়ে যেতে হয় না। ক্ষেত্র স্বভাব থেকে এই সব লোক তীর্থঙ্করের কাছে পৌঁছাবে। অতঃ যে সীমন্ধর স্বামীর জপ করতে থাকে, ওনার আরাধনা করে আর পরে ওখানে ওনার দর্শন করবে আর ওনার কাছে বসবে আর সেই লোকেরা মোক্ষে চলে যাবে।

যাদের আমি জ্ঞান দিই, সে এক-দুই অবতারী হবে। ফের তাদের ওখানে সীমুন্ধর স্বামীর কাছেই যেতে হবে। ওনার দর্শন করবে, তীর্থঙ্করে দর্শন করা শুধু বাকি আছে। ব্যাস, দর্শন হতেই মোক্ষ। অন্য সব দর্শন হয়ে গেছে। এই অন্তিম দর্শন করে, যা এই দাদাজীর থেকে ও পরবর্তী দর্শন। সেই দর্শন হয় কি তক্ষুনি মোক্ষ !

প্রশ্নকর্তা : যত লোক সীমন্ধর স্বামীর দর্শন করে, ও সবাই পরে মোক্ষে যাবে ?

দাদাশ্রী : সেই দর্শন করলে মোক্ষে যাবে, এমন কিছু হয় না। ওনার কৃপা প্রাপ্ত করতে হবে। হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, ওখানে হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, তার পরে ওনার কৃপা নামতে থাকবে। এ তো শোনার জন্য আসে আর কানের অনেক মধুর লাগে কিন্তু শুনে ফের সে যেখানে ছিল, যেমনকার তেমন। তার তো শুধু চাটনী পছন্দ, পুরা থালা সামনে হয় তখনো, শুধু চাটনীর জন্য থালা নিয়ে বসে থাকে তো মোক্ষ হয় না।

তাদের জন্য তো সামনে চলে আসে মহাবিদেহ ক্ষেত্র

যার এখানে শুদ্ধাত্মার লক্ষ্য বসে গেছে, সে এখানে ভরত ক্ষেত্রে থাকতেই পারে না। যার আত্মার লক্ষ্য বসে গেছে, সে মহাবিদেহ ক্ষেত্র পৌঁছে ই যায়, এমন নিয়ম। এখানে এই দুষম কালে থাকতেই পারে না। যার শুদ্ধাত্মার লক্ষ্য বসেছে, সে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে এক জন্ম বা দুই জন্ম নিয়ে তীর্থঙ্করের দর্শন করে মোক্ষে চলে যায়, এমন সহজ আর সরল মার্গ এটা !

ওনার সন্ধান 'দাদা ভগবান' এর দ্বারা

সীমন্ধর স্বামী ভগবান কে 'ফোন' করতে হয় তো ফোনের মাধ্যম থাকতে হবে, তবে ফোন পৌঁছাবে। সেই মাধ্যম এই 'দাদা ভগবান'। বল, মহাবীর ভগবান যদি আজ এখানে দিল্লী তে হয় আর এখান থেকে নাম কর তো তাঁর কাছে পৌঁছে যায়। তেমন ই এ ও পৌঁছে যায় ! এই ফোন একটু আধা মিনিট দেরি করে পৌঁছায়, পরন্তু পৌঁছে যায়।

সে স্বয়ং হাজির আছেন, কিন্তু আমাদের পৃথিবীতে নেই, অন্য জগতে আছেন। ওনার সাথে আমার সংযোগ ইত্যাদি চলতে থাকে। এই সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণ হতেই হবে। আমি তো নিমিত্ত। সেইজন্য 'দাদা ভগবান' এর মাধ্যমে দর্শন করাই আর ওখান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেইজন্য আমি এক জন্ম বলেছি তো ! এখান থেকে পরে ওখানে যেতে হবে আর ওনার নিকটে বসতে হবে। পরে মুক্তি হবে। সেইজন্য আজ থেকেই পরিচয় করিয়ে দিই আর 'দাদা ভগবান' ভএর মাধ্যমে নমস্কার করাই।

সীমন্ধর স্বামীর সাথে আমার এত ভাল পরিচয় আছে যে আমার বলা অনুসারে আপনি নমস্কার করবেন তো তাঁহার কাছে পৌঁছাবে।

..... ও 'দাদা ভগবান'এর মধ্যমে পৌঁছাবেই

প্রশ্নকর্তা : আমরা ভক্তি করি তো সীমন্ধর স্বামী পর্যন্ত কিভাবে পৌঁছাবে ? কারণ সে তো মহাবিদেহ ক্ষেত্রে আছেন আর আমরা এখানে।

দাদাশ্রী : সে কলকাতায় আছেন তো পৌঁছাবে কি পৌঁছাবে না ?

প্রশ্নকর্তা : ও পৌঁছাবে, কিন্তু এ তো অনেক দূর কি না ?

দাদাশ্রী : কলকাতা যেমন ই এ, চোখে দেখা যায় না। ও সব কলকাতা ই বলা হয়। সে কলকাতায় হয় বা বড়োদায় হয়, সে এখন চোখে দেখা যায় না তো !

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ আমরা যে ভক্তি করি, ভাব করি তো ও সব ওনার ওখানে....

দাদাশ্রী : তক্ষুনি পৌঁছে যায়। এক প্রত্যক্ষ আর এক পরোক্ষ। পরোক্ষ তো কত দূরে হয় আর প্রত্যক্ষ তো মুখো-মুখি হয় যা চোখে দেখতে পাওয়া যায়, ইন্দ্রিয় দ্বারা!

প্রশ্নকর্তা : তো ফের সেই পরোক্ষের লাভ কত ? পরোক্ষ আর প্রত্যক্ষের লাভের অন্তর কত ?

দাদাশ্রী : পরোক্ষ তো যদি তিন মাইল দূরে হয় অথবা লাখ মাইল দূরে হয় তাহলেও যেমন তেমন ই ! অর্থাৎ দূর হয় তো তাতে কোন বাঁধা নেই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সে প্রত্যক্ষ তীর্থঙ্কর তো ?

দাদাশ্রী : ও তো, মূলতঃ তো প্রত্যক্ষের বিনা কোন কাজ হবেই না তো !

এখন তো এই আপনার সাথে পরিচয় করাচ্ছি। আমি এই যে প্রত্যেক দিন বলাই না, তো ওখানে যেতে হবে। ওনার দর্শন করবে, সেই দিন মুক্তি ! ও অন্তিম দর্শন !

প্রশ্নকর্তা : মহাবিদেহ ক্ষেত্রে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমি তো খটপটিয়া (কল্যাণের জন্য খটপট করা)। আমার কাছে একাবতারী পদ প্রাপ্ত হয়। একাবতারী হয়ে যায়। আমার কাছে পূর্ণতা হতে পারে না। সেইজন্য সীমন্ধর স্বামীর নাম বলাই তো ! প্রত্যেক দিন দর্শন সীমন্ধর স্বামীর, ওখানের পঞ্চ পরমেষ্টীর, অন্য উন্নিশ তীর্থঙ্করের, এই সব যা আমি বলাই, ও এক ই হেতু তে যে এখন আরাধক পদ আপনার ওখানে আছেন।

এখন এখানে, আরাধক পদ নেই, এই ক্ষেত্রে ! সেইজন্য আমি ওখানে দাদা ভগবানের সাক্ষীতে পরিচয় করাই। আমি এক জন কে বলি, ভাই, তুমি এমন মনে কর যে তুমি মহাবিদেহ ক্ষেত্রে আছ, এখানেই মহাবিদেহ ক্ষেত্র আছে, এমন কল্পনায় মনে কর আর সীমন্ধর স্বামী, ওখানে কলকাতায় আছেন, তো এখান থেকে তুমি কত বার কলকাতা দর্শন করতে যাবে ? কত বার যাবে ?

প্রশ্নকর্তা : একবার অথবা খুব বেশি হলে দুই বার।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, খুব বেশি হলে দুই বার। তো মহাবিদেহ ক্ষেত্রে ও যদি এত লাভ মেলে, তো আমাদের এই ক্ষেত্রে আমার কাছে এমন চাবি আছে যে প্রত্যেক দিন আমি লাভ করিয়ে দিই। আমার কাছে এমন চাবি আছে যে প্রত্যেক দিন লাভ। সেইজন্য সীমন্ধর স্বামী তীর্থঙ্কর ও নোট করেন যে এমন ভক্ত কেউ হয় নি যে রোজ-রোজ দর্শন

করে। থাকে পরদেশে আর প্রতিদিন দর্শন করতে আসে ! আমার না তো গাড়ি চাই না ই ঘোড়া! দাদা ভগবানের মাধ্যমে কথা হলেই পৌঁছে গেল।

বিনা মাধ্যমে পৌঁছায় না

প্রশ্নকর্তা : প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, সীমন্ধর স্বামী কে নমস্কার করি, ও সীমন্ধর স্বামীকে পৌঁছায়। সে দেখতে পারেন, এটা বাস্তবিক তো ?

দাদাশ্রী : সে দেখাতে সামান্য ভাবে দেখেন। তীর্থঙ্কর, বিশেষ ভাবে দেখেন না। এ দাদা ভগবানের মাধমে বলা হয়, সেইজন্য ওখানে পৌঁছায়। অর্থাৎ বিনা মাধ্যমে পৌঁছাতে পারে না তো !

আলাদা, আমি আর 'দাদা ভগবান'

পুস্তকে যেমন লেখা আছে যে এই যা দেখা যায়, সে 'এ. এম. প্যাটেল', আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে 'দাদা ভগবান' প্রকট হয়েছেন। আর সে চৌদ্দ লোকের নাথ। যা কখনো শোনা যায়নি, এমন এ এখানে প্রকট হয়েছে। সেইজন্য 'আমি নিজেই ভগবান', এমন আমি কখনো বলি না। ও তো পাগলামী, মেডনেস। জগতের লোকে বলে, কিন্তু আমি এমন বলি না যে আমি এমন। আমি তো পরিস্কার বলি আর আমি তো 'ভগবান হই' এমন ও বলি না। 'আমি তো জ্ঞানী পুরুষ' আর তিনশো ছাপান্ন ডিগ্রীতে আছি। অর্থাৎ চার ডিগ্রীর তফাৎ আছে। দাদা ভ[গবানের কথা আলাদা আর ব্যবহারে নিজেকে 'এ. এম. প্যাটেল' বলি।

এখন এই ভেদের বিষয়ে লোকের বেশি বোধে আসে না, অর্থাৎ যে দাদা ভগবান ভিতরে প্রকট হয়েছেন। যা চাও কাজ করিয়ে নাও। এমন পরিস্কার ভাবে বলি। কদাচিত ই এমন চৌদ্দ লোকের নাথ প্রকট হন। আমি নিজে দেখে বলছি, সেইজন্য কাজ করিয়ে নাও।

সেই দর্শন, তক্ষুনি পৌঁছায়

সব লোকেরা সকালে ঘুম থেকে ওঠে তো ভিড় হয়ে যায় তো ? আর বিকেলে তো চরম ভিড় ই হয়। সেইজন্য সকাল সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয়, ও তো ব্রহ্মমুহূর্থ বলা হয়। সব থেকে উঁচু মুহূর্ত। সেই সময় যে জ্ঞানীপুরুষ কে স্মরণ করে, তীর্থঙ্কর কে স্মরণ করে, শাসন দেব-দেবীর স্মরণ করে, তো ও সব প্রথমে স্বীকার হয়ে যায়, সবার। কারণ পরে লোক বেড়ে যায় তো ! এক আসে, ফের দ্বিতীয় আসে। ফের ভিড় হতে থাকে তো ! সাতটার থেকে ভিড় হতে থাকে। ফের বারোটার সময় জবরদস্ত ভিড়

হয়ে যায়। অতঃ যে সবার আগে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তার ভগবানের 'ফ্রেস' দর্শন হবে। 'দাদা ভগবানের সাক্ষীতে সীমন্ধর স্বামী কে নমস্কার করছি' বলতেই তক্ষুনি নমস্কার সীমন্ধর স্বামীকে পৌঁছে যায়। সেই সময় ওখানে কোন ভিড় হয় না। পরে ভিড়ের মধ্যে ভগবান ও কি করবে ? সেইজন্য সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয় তো অপূর্ব কাল বলা হয়। যুবা লোকদের তো এই অবসর ছাড়া ই উচিত না।

প্রশ্নকর্তা : আপনি আমাদের সকালে সীমন্ধর স্বামীকে চল্লিশ বার নমস্কার করতে বলেছেন, তো সেই সময় এখানে সকাল হয় আর ওখানের সময়ে ডিফারেন্স হবে তো ?

দাদাশ্রী : আমাদের সেটা দেখতে হবে না। সকালে বলার ভাবার্থ এই যে অন্য কাজ-কর্মে যাওয়ার আগে। যদি কাজ নেই তো যে কোন সময়, দশটায় কর, বারোটায় কর।

ওখানে যাওয়া যায়, পরন্তু সদেহে না

প্রশ্নকর্তা : সীমন্ধর স্বামী ওখানে আছেন। আপনি তো রোজ দর্শন করতে যান তো ও কিভাবে ? ও আমাদের বলেন।

দাদাশ্রী : আমি যাই কিন্তু আমি রোজ দর্শন করতে যেতে পারি না। আমি জ্ঞানী পুরুষ এখান থেকে (কাঁধ থেকে) এক লাইটের প্রকাশ বের হয় আর বেরিয়ে যেখানে তীর্থঙ্কর আছেন, সেখানে গিয়ে প্রশ্নের সমাধান নিয়ে ফের ফিরে আসে। যখন কখনো বুঝতে ফারাক পড়ে যায়, বুঝতে কোন ভুল হয়, তখন জিজ্ঞাসা করে আসি। বাকী, আমি সদেহে (এই দেহে) যেতে পারি না, মহাবিদেহ ক্ষেত্র এমন নয় !

আমার সীমন্ধর স্বামীর সাথে তার জুড়ে আছে। আমি সব প্রশ্ন ওখানে জিজ্ঞাসা করি আর সেই সবের উত্তর পেয়ে যাই। আজ পর্যন্ত আমাকে লাখ লাখ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আর সেই সবের উত্তর আমি দিয়েছি, কিন্তু ও সব স্বত্রন্ত্র রূপে না, সবের জবাব আমার ওখান থেকে এসেছে। সব উত্তর দেওয়া যায় না তো ! জবাব দেওয়া কি কোন সহজ কথা ? একজন ব্যক্তি ও, পাঁচ টা জবাব ও দিতে পারে না ! জবাব দেয়, ততক্ষণে তো বাদ-বিবাদ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এ তো এক্জেক্ট জবাব আসে। সেইজন্য সীমন্ধর স্বামীর আরাধনা করি তো !

এই কালে ভাবী তীর্থঙ্কর কেউ হতেই পারে না

প্রশ্নকর্তা : দাদা, এই যে সব লোক আছে, দাদাজীর জ্ঞান প্রাপ্ত মহাত্মা, তাঁদের মধ্যে কতজন তীর্থঙ্কর হবেন ? এই যে দাদাজীর জ্ঞান নেওয়া মহাত্মা আছে, যে পঞ্চাশ হাজার হবে, যত ই মহাত্মা আছে, কিছু কাছের হবে, কিছু দূরের হবে, তাঁদের মধ্যে কতজন তীর্থঙ্কর হবেন ?

দাদাশ্রী : তীর্থঙ্কর, এতে তীর্থঙ্করের জানা নেই। এতে তীর্থঙ্কর নেই, সবাই কেবলী হবে। কেবলজ্ঞানী হয়ে মোক্ষে যাবে সবাই।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু তীর্থঙ্কর কেন হতে পারবে না ?

দাদাশ্রী : তীর্থঙ্কর না, সেই গোত্র অনেক উচ্চ গোত্র হয়। সেই গোত্র তো কখন বাঁধে যে যখন চতুর্থ আরা অথবা তৃতীয় আরায় তীর্থঙ্কর হাজির থাকেন, তখন বেঁধেছে তো চলবে। এখন গোত্র বাঁধবে তো চলবে না। অর্থাৎ এখন নতুন গোত্র বাঁধতে পারে না। পুরানো বাঁধা হয়ে আছে তো আমি জানতে পেরে যাই। তীর্থঙ্কর হওয়াতে কোন বিশেষ ফায়দা নেই। আমাদের তো মোক্ষে যাওয়াতে ফায়দা। তীর্থঙ্কর কে ও মোক্ষে ই যেতে হবে তো !

প্রশ্নকর্তা : কত বছরে গোত্র বদল হয়, আমাদের ? গোত্র কি ভাবে বদল হয় ?

দাদাশ্রী : ও তো যদি ভাল কাল হয় আর তীর্থঙ্কর স্বয়ং হাজির থাকেন, তখন তীর্থঙ্কর গোত্র বাঁধে।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, কিন্তু এখন কলিযুগের পরে সত্যযুগ ই আসবে তো, অর্থাৎ ভাল কাল ই আসবে তো ?

দাদাশ্রী : না, কিন্তু যখন তীর্থঙ্কর হবে তবেই তো ! তাঁদের আসার আগে, এদের মধ্যে অধিকতর মোক্ষে চলে যাবে !

প্রশ্নকর্তা : আমার বার-বার এমন মনে হতে থাকে যে আমরা তীর্থঙ্কর কেন হতে পারব না ? অথবা ফের সোজা মোক্ষেই যাবো ? ফের আপনার থেকে জানতে পেরেছি যে তীর্থঙ্কর গোত্র বাঁধা হয় তবেই তীর্থঙ্কর হতে পারা যায়। তো এখন আমরা কেমন গোত্র বাঁধতে পারি ?

দাদাশ্রী : এখন ও তোকে আবার লাখ বছর অবতার করতে হলে তো বাঁধতে পারবি। তো ফের বাঁধিয়ে দিই আর ফের সপ্তম নরকে অনেক বার যেতে হবে। কত ই বার নরকে যায়, তবে গিয়ে এমন ভাল পদ মেলে।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এমন ভাল পদ প্রাপ্ত করতে হয় তো নরকে যেতে কি অসুবিধা আছে ?

দাদাশ্রী : থাকতে দে, তোর চালাকী থাকতে দে, চুপচাপ ! সামলে যা । একটু তপ করতে হয়, সেই সময় জানতে পারবি । আর ওখানে তো অনেক সব তপ করতে হয় আর নরকের কথা তোকে বলি না তো শুনেই মনুষ্য মরে যাবে, তত দুঃখ আছে ওখানে তো ! শুনতেই আজকের লোক মরে যাবে, যে, 'আরেরে... ওহোহো, মরে গেছি', প্রাণ বেরিয়ে যায় । সেইজন্য এমন বলবি না, অন্যথা *নিয়াণাম্* (নিজের সমস্ত পুণ্য লাগিয়ে কোন জিনিসের কামনা করা) হয়ে যাবে ।

ভুল করেও ওদের পরোক্ষ মানবে না

অন্য জায়গায় সীমন্ধর স্বামীর মূর্তি স্থাপিত আছে । কত সব জায়গায় স্থাপিত আছে, পরন্তু এই মেহসাণার মন্দির যেমন হওয়া চাই, তো এই দেশের কল্যাণ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : সেই কল্যাণ কিভাবে হবে ?

দাদাশ্রী : সীমন্ধর স্বামী যে তীর্থঙ্কর আছেন, বর্তমান তীর্থঙ্কর, তাঁহাকে মূর্তি রূপে আরাধনা করে । এমন মনে কর যে মহাবীর ভগবান হলে, ভগবান মহাবীরের সময় আমরা থাকতাম তো আর এমন হত যে সে ভ্রমণ করতে করতে এই দিকে আসতে পারতেন না আর আপনি ওখানে ওনার কাছে যেতে পারছেন না, তো যদি আপনি এখানে 'মহাবীর মহাবীর' করতেন তো আপনার প্রত্যক্ষের সমান ই লাভ হত তো ? লাভ হত কি না ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : বর্তমান তীর্থঙ্কর অর্থাৎ ? বর্তমান তীর্থঙ্করের পরমাণু ব্রহ্মান্ডে ঘোরে, বর্তমান তীর্থঙ্করের থেকে অনেক লাভ হয় !

প্রশ্নকর্তা : আমি ঘরে বসে সীমন্ধর স্বামীর স্মরণ করি আর মন্দিরে গিয়ে স্মরণ করি, তাতে তফাৎ কি ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, তফাৎ হবে ।

প্রশ্নকর্তা : কারণ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে, সেইজন্য ?

দাদাশ্রী : প্রতিষ্ঠা করেছে আর সেখানে দেবতাদের রক্ষণ বেশী থাকে তো ! সেইজন্য সেখানে এমন বাতাবরণ হয়, যাহাতে সেখানে প্রভাব বেশী ই হয় তো ! যেমন

তুমি দাদাজীর মনে-মনে স্মরণ কর আর এখানে এসে কর, তাতে তফাৎ তো অনেক হয় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, আপনি তো জীবন্ত ।

দাদাশ্রী : ততটাই জীবন্ত সে ও । যত জীবন্ত এই দাদাজী, ততটাই জীবন্ত সে ও। অজ্ঞানীর জন্য এই দাদাজী জীবন্ত আর জ্ঞানীর জন্য তো সে ও ততটা ই জীবন্ত । কারণ তাতে যে ভাগ দৃশ্যমান আছে, ও সম্পূর্ণ মূর্তি ই হয় । মূর্তি ছাড়া আর কিছু না । পাঁচ ইন্দ্রিয়গম্য হয়, তাতে অমূর্ত নাম মাত্রের ও নেই । সব মূর্ত ই হয় আর এই মূর্তিতে তফাৎ নেই, ডিফারেন্স নেই ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু এখানে অমূর্ত আর ওখানে মূর্তিতে অমূর্ত হয় না, এমন মানে তো ?

দাদাশ্রী : ওখানে অমূর্ত নয়, পরন্তু মূর্তিতে ওনার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে । ও তো যেমন প্রতিষ্ঠার শক্তি ! ওনার তো ব্যাপার ই আলাদা তো ! প্রকট ভগবানের কথা ই আলাদা হয় তো ! প্রকট হয় না তো, তখন কি থেকে কি হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : আর প্রকট তো হয় ই না, অনেক কাল পর্যন্ত তো ।

দাদাশ্রী : আর সে না হয় তো ভূতকালীন তীর্থঙ্কর, আমাদের চব্বিশ তীর্থঙ্কর তো আছেই না !

হিতকারী বর্তমান তীর্থঙ্কর ই

প্রশ্নকর্তা : দাদা, এই মন্দির ইত্যাদি সব বানানো হচ্ছে তো তাতে বাস্তবে আত্মার ভাব করতে হবে তো ? মন্দির ইত্যাদির কি কাজ ? বাস্তবে তো আমাদের আত্মার ই রাস্তা খুঁজতে হবে তো ?

দাদাশ্রী : মন্দির অবশ্য বানানো উচিত । যে চলে গেছেন, তাঁদের মন্দির বানানোর কি অর্থ ? সীমন্ধর স্বামী হাজির আছেন, তো ওনার দর্শন করে তো কল্যাণ হয়ে যাবে । তিনি প্রত্যক্ষ আছেন, সেইজন্য কল্যাণ হয়ে যাবে । এমন কিছু হয় তো এই লোকদের কল্যাণ হবে, নিমিত্ত চাই । অর্থাৎ সীমন্ধর স্বামীর সংকেত অবশ্য ফলদায়ী হয় । অতঃ যে লোকেরা জ্ঞান নেয় নি আর ওখানে মন্দিরে সীমন্ধর স্বামীর দর্শন করে, তবুও ফল আছে ওতে, সেইজন্য এই মন্দির বানিয়ে যাচ্ছে, অন্যথা আমাদের এখানে কোথাও এমন হয় কি ? আমাদের শোভা দেয় না, এই সব । অন্য ভূতকালের তীর্থঙ্কর দের বিষয়ে কথা বলার অর্থ ই নেই । যত চাই তত মন্দির আছেই । তাদের ও প্রয়োজন

আছে। আমি তার জন্য বাধা দিই না, কারণ ও মূর্তি পূজা হয় আর ভূতকালীন তীর্থঙ্করদের ই।

এই ইচ্ছা আছে 'আমার'

জগতে মতভেদ কম করে দিতে হবে। মতভেদ দূর হবে তো, তখন এই কথা সঠিক রূপে বুঝবে। এই মতভেদ তো এত সব করে দিয়েছে যে এ শিবের একাদশী আর এ বৈষ্ণবের একাদশী, একাদশী ও আলাদা-আলাদা! সেইজন্য আমি মন্ত্র এক সাথে করে দিয়েছি আর মন্দির আলাদা-আলাদা রেখেছি। কারণ এ এক ধরণের বিলীফ। কিন্তু এই মন্ত্র কে একসাথে রাখবে। কারণ মন যে আছে, ও সবসময় শান্ত থাকা উচিত। এই লোকেরা এই সব মন্ত্র ভাগ করে নিয়েছিল। আমি এই সব কে সাথে মিলিয়ে এমন প্রতিষ্ঠা করব যেন ধীরে-ধীরে এই সমস্ত মতভেদ ভূলে যায়। এই ইচ্ছা আছে আমার, অন্য কোন ইচ্ছা নেই।

হিন্দুস্থান এমন স্থিতিতে না থাকে যেন। জৈন এমন স্থিতিতে না থাকে যেন। সীমন্ধর স্বামীর মন্দির, ও মূর্তির মন্দির না! ও অমূর্তের মন্দির!

আরতী, সীমন্ধর স্বামীর

এই সময় যে ভগবান ব্রহ্মান্ডে হাজির আছেন, তাঁর আরতী এই লোকেরা করে, ও দাদা ভগবানের থ্রু করে আর আমি সেই আরতী তাঁর কাছে পৌঁছাই। আমি ও তাঁর আরতী করি। দেড় লাখ বছর থেকে ভগবান হাজির আছেন, ওনাকে পৌঁছে দিই।

আরতী তে সব দেবী-দেবতা হাজির থাকেন। জ্ঞানীপুরুষের আরতী সীমন্ধর স্বামী পর্যন্ত সোজা পৌঁছায়। দেবী-দেবতা কি বলেন যে যেখানে পরমহংসের সভা হয়, সেখানে আমরা হাজির থাকি। আমাদের এই আরতী যদিও যে কোন ও মন্দিরে কর তো ভগবান কে হাজির হতে হয়।

অনন্য ভক্তি, সেখানে দেওয়া যেতে পারে

আমাদের মোক্ষে যেতে হয় তো মহাবিদেহ ক্ষেত্রে যেতে পারি ততটা পুণ্য চাই। এখানে আপনি সীমন্ধর স্বামীর জন্য যত করবেন, আপনার তত সব এসে যাবে। আর এতটুকু কর তো অনেক হয়ে যাবে। তাতে এমন নয় যে এ কম হয়েছে। আপনি যা ভেবেছেন (দান দেওয়ার জন্য) তেমন করেন তো সবকিছু হয়ে যাবে। ফের তার থেকে বেশী করার প্রয়োজন নেই। ফের হাস্পাতাল বানাও বা অন্য কিছু বানাও। ও সব

আলাদা পথে যায়। ওসব ও পুণ্য, পরন্তু সংসারেই রাখে আর এ পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য, যা মোক্ষে যেতে হেল্প করে!

এই অনন্ত জন্মের ক্ষতি পূরণ করতে হবে আর এক জন্মেই পূরণ করতে হবে। সেই জন্য সম্পূর্ণ ভাবে আমার পিছনে পড়তে হবে, কিন্তু এ তো আপনার সাধ্যের কথা নয়। অতঃ ওনার সাথে তার জুড়ে দিই, কারণ সেখানে যেতে হবে। এখান থেকে সোজা মোক্ষ হবার না। এখন এক জন্ম আরো বাকি থাকবে। ওনার কাছে বসতে হবে, সেইজন্য সন্ধান করিয়ে দিই আর এই ভগবান সম্পূর্ণ জগতের কল্যাণ করবেন।

যে নাম করবে, তার দুঃখ চলে যাবে

প্রশ্নকর্তা : আপনি সীমন্ধর স্বামীর মন্দির এইজন্য বানান যেন ফের সবাই সেই ভাবে এগিয়ে যেতে পারে?

দাদাশ্রী : সীমন্ধর স্বামীর নাম করবে, তখন থেকেই পরিবর্তন হতে থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : সদ্গুরুর বিনা তো পৌঁছাতে পারবো না তো?

দাদাশ্রী : সদ্গুরু তো মোক্ষে যাওয়ার সাধন হয়। কিন্তু এই লোকদের যে দুঃখ আছে, ও সব চলে যাবে। পুণ্যের উদয়ে পরিবর্তন হতে থাকবে। এতে এই বেচারা দের দুঃখ থাকবে না। এই সবাই কত দুঃখে ফেঁসে আছে। প্রত্যক্ষ সদগুরু মেলে আর আত্মজ্ঞান মেলে তখন মোক্ষ হবে। অন্যথা না মেলে তো পুণ্য তো ভোগবে বেচারা। ভাল কর্ম তো বাঁধবে।

দর্শনের সঠিক রীতি

ভগবানের মন্দিরে বা জিনালয়ে গিয়ে, সঠিক রীতিতে দর্শন করার ইচ্ছা হয় তো, আমি তোমাদের দর্শন করার সঠিক রীতি শেখাব। বল, আছে কারো ইচ্ছা?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, আছে। শেখান দাদাজী। কাল থেকেই সেই মত দর্শন করতে যাবো।

দাদাশ্রী : ভগবানের মন্দিরে গিয়ে বলবে যে, "হে বীতরাগ ভগবান! আপনি আমার ভিতরেই বসে আছেন, কিন্তু আমার এর পরিচয় হয় নি। সেইজন্য আপনার দর্শন করছি। এ আমাকে 'জ্ঞানীপুরুষ' দাদা ভগবান শিখিয়েছেন। সেইজন্য এইভাবে আপনার দর্শন করছি। তো আমাকে আমার নিজের পরিচয় হয়, এমন আপনি কৃপা

করুন।" যেখানে যাও সেখানে এইভাবে দর্শন করবে। এ তো আলাদা-আলাদা নাম দিয়েছে। 'রিলেটিভলী' আলাদা-আলাদা, সব ভগবান 'রিয়েলী' এক ই হন।

ব্যাস, একজন কে ই

একজন তীর্থঙ্কর রাজী হয়ে যায় তো আমাদের জন্য অনেক হয়ে যাবে। এক ঘরে যাওয়ার জায়গা হয়ে যায় তো ও অনেক হয়ে যায় তো! সব ঘরে কোথায় ঘুরে বেড়াবে? আর একজন কে পৌঁছায় তো সবাই কে পৌঁছে যায় আর যে সবাইকে পৌঁছাতে যায়, সে থেকে যায়। আমাদের একজন ই ভাল, সীমন্ধর স্বামী! সবাই কে পৌঁছে যায়।

সেইজন্য সীমন্ধর স্বামীর ঠিকমত ধ্যান লাগাও। 'প্রভু, সর্বদার জন্য আপনার অনন্য শরণ দিন' এমন চাইবে।

প্রতিকৃতি থেকে এখানেই প্রাপ্তি

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, সীমন্ধর স্বামীর এমন মনে হয় তো যে এই দাদাজী আমার কাজ করে যাচ্ছে?

দাদাশ্রী : এমন নয়, কিন্তু তুমি স্মরণ কর তো তুমি ফল পাবে। সিদ্ধ ভগবানের স্মরণ কর তো ফল পাবে না। এ দেহধারী। তুমি এক জন্ম পরে ওখানে যেতে পারবে। ওখানে ওনার শরীর কে তুমি হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, দাদাজী, আমরা চান্স পাবো তো?

দাদাশ্রী : সব পাবে। কেন পাবে না? সীমন্ধর স্বামীর নামের ই তুমি জপ করতে থাক। সীমন্ধর স্বামীকে তুমি নমস্কার কর। ওখানে ই তো যেতে হবে আমাদের, সেইজন্য আমরা ওনাকে বলি যে 'ভগবান! আপনি যদিও ওখানে বসে আছেন, আমরা দেখতে পাই না, কিন্তু এখানে আমরা আপনার প্রতিকৃতি বানিয়ে আপনার দর্শন করতে থাকি। বারো ফুটের মূর্তি রেখে আমরা ওনার দর্শন করি, ওনার স্মরণ করি, কারণ এ জীবিত ভগবানের প্রতিকৃতি, তো ভাল হয়। যে চলে গেছে তাঁর হস্তাক্ষর কাজে লাগে না, তাঁদের প্রতিকৃতি বানিয়ে কি লাভ? এ তো কাজে আসে। এ তো অরিহন্ত ভগবান!

প্রশ্নকর্তা : এই সবাই দাদা ভগবানের কীর্তন করে, তখন আপনি ও কিছু বলে কীর্তন করছিলেন, ও কার?

দাদাশ্রী : আমি ও বলছিলাম ! আমি দাদা ভগবান কে নমস্কার করি । দাদা ভগবানের তিনশো ষাঠ ডিগ্রী । আমার তিনশো ছাপান্ন ডিগ্রী । আমার চার ডিগ্রী কম । সেইজন্য আমি প্রথমে বলা শুরু করি যাতে এরা সবাই বলে । এদের ও ডিগ্রী কম কি না!

প্রশ্নকর্তা : আপনি যাকে 'দাদা ভগবান' বলেন, সে আর এই সীমন্ধর স্বামী, এদের মধ্যে কি সম্বন্ধ ?

দাদাশ্রী : ওহোহো ! ও তো এক ই । পরন্তু সীমন্ধর স্বামী দেখানোর কারণ এই যে এখন আমি দেহের সাথে আছি, আমার ও সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন আছে । কারণ যখন পর্যন্ত সীমন্ধর স্বামী দর্শন না হবে, তখন পর্যন্ত মুক্ত হব না । এক অবতার বাকি থাকবে । মুক্তি তো যে মুক্ত হয়ে গেছেন, তাঁর দর্শনে পাবে । এ তো মুক্ত তো আমি ও হয়েছি কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত । সে আমার মত লোকদের এমন বলেন না যে 'এভাবে আসবে আর ওভাবে যাবে । আমি তোমাকে জ্ঞান দেব' এমন খটপট করেন না ।

'সীমন্ধর স্বামীর অসীম জয় জয়কার হো' বলতে পারি ?

প্রশ্নকর্তা : 'সীমন্ধর স্বামীকে নিশ্চয় থেকে নমস্কার করি, এমন যে বলা হয়, তো নিশ্চয় থেকে ই বলতে হয় অথবা ব্যবহারে বলতে হয় ?

দাদাশ্রী : নিশ্চয় থেকে । আর দেহ তো উঁচু-নীচু হয়, আমাদের দেহের সাথে সম্পর্ক নেই ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ 'আমি সীমন্ধর স্বামীকে নিশ্চয় থেকে নমস্কার করছি', এমন যে বলি, ও সঠিক তো ?

দাদাশ্রী : ঠিক আছে । ব্যবহারে অর্থাৎ দেহ দ্বারা । আর এই নমস্কার বিধিতে যে অন্য সব আছে না, ও সব ব্যবহার থেকে হয় । এখানে এই একটাই নমস্কার নিশ্চয় থেকে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : দাদা ভগবানের টা নিশ্চয় থেকে হয় ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, ব্যাস । অর্থাৎ বাস্তবে এখানেই আপনাকে নিশ্চয় থেকে নমস্কার করা উচিত আর বাকী সব ভগবন্তো দের ব্যবহারে নমস্কার করি । এখন সীমন্ধর স্বামীর জন্য নিশ্চয়ে বল তো বাধা নেই, ও তো ভাল কথা । ওখানে আমি নিশ্চয় লিখি তো সব জায়গায় নিশ্চয় লিখতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে।

দাদাশ্রী : শুধু 'দাদা ভগবান' কে ই নিশ্চয় থেকে করেছি।

প্রশ্নকর্তা : 'দাদা ভগবান না অসীম জয় জয়কার হো', যেমন বলানো হয়, সেইভাবে 'সীমন্ধর স্বামী না অসীম জয় জয়কার হো' বলতে পারি ?

দাদাশ্রী : খুশীতে বলতে পার। কিন্তু দাদা ভগবানের জয় জয়কার বলার সময় ভিতরে যে আনন্দ হয়, তেমন আনন্দ ওতে হবে না। কারণ এ প্রত্যক্ষ। সেই প্রত্যক্ষ আপনি দেখতে পারেন না, কিন্তু বলতে পারেন। সীমন্ধর স্বামীর জন্য যা ইচ্ছা বলতে পার, কারণ সে আমাদের শিরোমান্য ভগবান আছেন আর থাকবেন। যখন পর্যন্ত আমরা সবাই মুক্ত না হই, তখন পর্যন্ত শিরোমান্য থাকবেন। এ তো আমি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছি, যে এমন যে করতে শিখে যাবে, তো তার কল্যাণ হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, অঙ্গুলিনির্দেশ আছে। সব ঠিক আছে।

দাদাশ্রী : এই সব অঙ্গুলিনির্দেশ আছে। এখন পর্যন্ত কেউ অঙ্গুলিনির্দেশ দেন নি, কি করবে ফের। সব কথা বলেছে হয়তো কিন্তু অঙ্গুলিনির্দেশ করেন নি যে এমন কর !

প্রশ্নকর্তা : এ তো আপনি সেদিন বলিয়েছিলেন না, তখন এক ভাই বলেছিল যে এমন বলা যায় না। নিশ্চয়ে বলা যায় না, সেইজন্য আমি জিজ্ঞাসা করছি।

দাদাশ্রী : না, এমন বল তো বাধা নেই। এতে কোন পাপ লাগবে এমন না। কিন্তু যদি জ্ঞানীপুরুষের বলা অনুসারে বলে তো, তো ওতে অনেক ফরক পড়ে যায়। বলে ফেলেছ, তো তার ঝুঁকি নেই। প্রতিক্রমন করতে হবে না। সীমন্ধর স্বামীর শুধু নাম ই করে, তো তার ফায়দা হয়ে যাবে।

যেখানে পিয়োরিটী, সেখানে তৈয়ারী

আমাদের ধ্যেয় কি ? আমি তো নিজের খরচে কাপড় পড়ি। এই নীরুবোন ও নিজের খরচে কাপড় পড়ে। এক পয়সা কারো কাছে নেব না আর জগত কল্যাণের জন্য সব তৈয়ারী আছে। মোটামুটি পঞ্চাশ হাজার সমকিতধারী আমার কাছে আছে আর ওদের মধ্যে দুই'শ ব্রহ্মচারী। এই সবাই জগত কল্যাণের জন্য তৈয়ার হয়ে যাবে।

আজ্ঞা বানায়, মহাবিদেহের লায়েক !!

এই জ্ঞান নেওয়ার পরে আপনার এই জন্ম মহাবিদেহ যাওয়ার জন্য লায়েক ই হয়ে যাচ্ছে। আমার কিছু করার প্রয়োজন নেই। নেচারেল (প্রাকৃতিক) নিয়ম ই এ।

প্রশ্নকর্তা : মহাবিদেহ ক্ষেত্রে কিভাবে যাওয়া যায়, পুণ্য থেকে ?

দাদাশ্রী : এই আমার আজ্ঞার পালন করে, তার থেকে এই জন্মে পুণ্য বেঁধেই যাচ্ছে, ও মহাবিদেহ ক্ষেত্রে নিয়ে যায়। আজ্ঞা পালন থেকে ধর্মধ্যান হয়, ও সব ফল দেবে। যত আমার আজ্ঞা পালন করে, তত পুণ্য বাঁধে। তাতে ফের, ওখানে তীর্থঙ্করের কাছে ফল ভোগতে হবে।

প্রশ্নকর্তা : আমরা মহাত্মাদের আবর্জনার মত আচার দেখে সীমন্ধর স্বামী আমাদের ওখানে রাখবে ?

দাদাশ্রী : সেই সময় এমন আচার থাকবে না। এখন আপনি যে আমার আজ্ঞার পালন করেন, তার ফল সেই সময় সামনে আসবে। আর এখন যে নোংরা মাল আছে, ও আমাকে বিনা জিজ্ঞাসা করে ভরেছিলে, ও বের হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, সীমন্ধর স্বামীর স্মরণ করলে, সীমন্ধর স্বামীর কাছে যেতে পারবো, এমন নিশ্চিত হওয়া যায় ?

দাদাশ্রী : যেতে হবে, এ তো নিশ্চিত ই। তাতে নতুন কিছু নেই, কিন্তু নিরন্তর স্মরণ করলে অন্য কোন নতুন ভিতরে ঢুকবে না। দাদাজী স্মরণে থাকে অথবা তীর্থঙ্কর স্মরণে থাকে, তো মায়া ঢুকবে না ! এখন এখানে মায়া আসে না।

দায়িত্ব কার নিয়েছি ?

আমার সীমন্ধর স্বামীর সাথে সম্বন্ধ আছে। আমি সব মহাত্মাদের মোক্ষের দায়িত্ব নিয়েছি। যে আমার আজ্ঞা পালন করে, তার দায়িত্ব আমি নিই।

এই জ্ঞান পাওয়ার পরে একাবতারী হয়ে, সীমন্ধর স্বামীর কাছে গিয়ে ওখান থেকে মোক্ষে চলে যায়। কারো দুই অবতার ও হয়, কিন্তু চার অবতারের অধিক হবে না, যদি আমার আজ্ঞা পালন করে তো। এখানেই মোক্ষ হয়ে যায়। 'এখানে একটা ও চিন্তা হয় তো নালিশ দায়ের করবে' এমন বলি। এ তো বীতরাগ বিজ্ঞান। চব্বিশ তীর্থঙ্করের সম্মিলিত বিজ্ঞান।

শুধু সীমন্ধর স্বামী ই আমার উপরী

প্রশ্নকর্তা : আমাদের তো আপনি রক্ষক, কিন্তু আপনার উপরে কে আছেন ? আপনাকে তো নিয়ম মত ই চলতে হয় তো, যে ই আসে তার সাথে ?

দাদাশ্রী : খুব ই নিয়মপূর্বক ! আর আমার উপরী (উপরওয়ালা) তো এ বসে আছেন, শুধু সীমন্ধর স্বামী, সে ই ! সে ই উপরী আমার । আমি তাঁর কাছে কিছু চাই না ! চাইতে পারি না তো ! আপনি আমার কাছে চাইতে পারেন !!

অহো ! সেই অদ্ভুত দর্শন !!

প্রশ্নকর্তা : আমরা তো দাদার ভিসা দেখাব ।

দাদাশ্রী : ভিসা দেখালেই নিজে নিজেই কাজ হয়ে যাবে । তীর্থঙ্কর কে দেখলেই আপনার আনন্দের সীমা থাকবে না, দেখতেই আনন্দ ! সমস্ত জগত বিস্মৃত হয়ে যাবে! জগতের কোন খাওয়া-দাওয়া পছন্দ হবে না । সেই মুহুর্তে পুরা হয়ে যাবে । নিরালম্ব আত্মা প্রাপ্ত হবে ! ফের কোন অবলম্বন থাকবে না ।

সম্যক দৃষ্টি, সেটাই ভিসা

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন, তীর্থঙ্করের দর্শন করে তো মনুষ্যের কেবলজ্ঞান হয়ে যায় !

দাদাশ্রী : তীর্থঙ্কের দর্শন তো অনেক লোকে করেছিল । আমরা সবাই করেছিলাম কিন্তু সেই সময় আমাদের তৈয়ারী ছিল না । দৃষ্টি পরিবর্তন হয় নি, মিথ্যা দৃষ্টি ছিল । সেই মিথ্যা দৃষ্টির, তীর্থঙ্কর ও কি করবে ? যার সম্যক দৃষ্টি হয়, তার উপরে তীর্থঙ্করের কৃপা নেমে আসে ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ যার তৈয়ারী হয়, তার দর্শন হলে মোক্ষ হয়ে যায় ।

দাদাশ্রী : সেইজন্য আমাদের এখানে তৈয়ার হয়ে যেতে হবে । কারণ এতটুকুই যে তৈয়ার হয়ে, ভিসা নিয়ে যাও । আর তাতে যেখানেই যাও সেখানে কোন না কোন তীর্থঙ্কর পেয়ে যাবে ।

সীমন্ধর স্বামীর ই পূজা করবে

হিন্দুস্থানে যদি ঘরে-ঘরে সীমন্ধর স্বামীর ছবি হয় তো কাজ হয়ে যাবে। কারণ সে জীবন্ত। যদি আমার ছবি না হয় তো ও চলবে কিন্তু ওনার রাখবে। যদিও লোকে ওনাকে চেনে না আর এমনি দর্শন করবে, তাহলেও কাজ হয়ে যাবে। এই সীমন্ধর স্বামীর চিত্রপট খুব ভাল বের হয়েছে আর জায়গায়-জায়গায় পৌঁছে যাবে, তখন কাজ হয়ে যাবে। বৈষ্ণব, জৈন, অন্য সব ঘরে পৌঁছে যাবে। সে হাজির আছেন, নগদ ফল দেন!

এই মন্দির এইজন্য বানানো হয়েছে যে জগত সীমন্ধর স্বামীকে চিনতে পারে। সীমন্ধর স্বামী কে, ও জানতে পারে। ঘরে-ঘরে সীমন্ধর স্বামীর পূজা হবে আর আরতী হবে আর জায়গায়-জায়গায় সীমন্ধর স্বামীর মন্দির স্থাপিত হবে, তখন জগতের নক্সা আলাদা ই হবে !!

মোক্ষ স্বরূপীর সানিদ্ধ্যে

আর আমাকে এখানে দেখতে পাও অবশ্যে পরন্তু সীমন্ধর স্বামীর সামনে ই বসে থাকি আর ওখানে আপনার দর্শন করাই। আমার ওনার সাথে পরিচয় আছে, সীমন্ধর স্বামী আমার দাদার ও দাদা ! অবশেষে দেখা যায় তো আমাদের যা চাই, ওনার ই প্রয়োজন !

আর সীমন্ধর স্বামীর কাছে বসে থাক তো, সেই মূর্তির কাছে বসে থাক তো, তাহলে ও হেল্প হবে। আমি ও বসে থাকি, আমার তো মোক্ষ মিলে গেছে, তবুও আমি বসে থাকি, অন্যথা আমার ওনাতে কি কাজ ? কারণ এখন সে আমার উপরী (উপরওয়লা)। ওনার দর্শন কর তখন মোক্ষ হবে অন্যথা মোক্ষ হবে না। তাঁর দর্শন কর, কার দর্শন ? মোক্ষ স্বরূপের। দেহ সহিত যার স্বরূপ মোক্ষ।

জয় সচ্চিদানন্দ

বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামীর প্রতি প্রার্থনা

হে নিরাগী, নির্বিকারী, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সহজানন্দী, অনন্তজ্ঞানী, অনন্তদর্শী, ত্রৈলোক্য প্রকাশক, প্রত্যক্ষ-প্রকট জ্ঞানীপুরুষ শ্রী দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, আপনাকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করে, আপনার অনন্য শরণ স্বীকার করছি । হে প্রভু ! আমাকে আপনার চরণ কমলে স্থান দিয়ে অনন্ত কালের ভয়ঙ্কর পরিক্রমার অন্ত করার কৃপা করুন, কৃপা করুন, কৃপা করুন ।

হে বিশ্ববন্দ্য এমন প্রকট পরমাত্মা স্বরূপ প্রভু ! আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ । পরন্তু অজ্ঞানতার কারণে আমার নিজের পরমাত্মা স্বরূপ বোধে আসে না । সেইজন্য আপনার স্বরূপেই আমি আমার স্বরূপের নিরন্তর দর্শন করি এমন আমাকে পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে পরমতারক দেবাদিদেব, সংসার রূপী নাটকের আরম্ভ কাল থেকে আজকের দিনের অদ্যক্ষণ পর্যন্ত কোন ও দেহধারী জীবাত্মার মন-বচন-কায়ার প্রতি, জেনে-অজানায় যে অনন্ত দোষ করেছি, সেই প্রত্যেক দোষকে দেখে, তার প্রতিক্রমণ করার আমাকে শক্তি দিন । এই সর্ব দোষের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা-যাচনা করছি । আলোচনা প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখ্যান করছি । হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন । আর আমার দ্বারা আবার এরকম দোষ কখনো না হয়, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি । এর জন্য আমাকে জাগৃতি দিন; পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

আপনার প্রত্যেক পবিত্র পদচিহ্নে তীর্থের স্থাপন কর্তা হে তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী প্রভু ! সংসারের প্রত্যেক জীবের প্রতি সম্পূর্ণ অবিরাধক ভাব আর সর্ব সমকিতি জীবের প্রতি সম্পূর্ণ আরাধক ভাব আমার হৃদয়ে সদা সংস্থাপিত থাকুক, সংস্থাপিত থাকুক, সংস্থাপিত থাকুক ! ভূত ভবিষ্যত আর বর্তমান কালের সর্ব ক্ষেত্রের, সর্বজ্ঞানী ভগবন্তোদের আমার নমস্কার হোক, নমস্কার হোক, নমস্কার হোক ! হে প্রভু ! আপনি আমার উপর এমন কৃপা করুন যাতে আমি এই ভরতক্ষেত্রে আপনার প্রতিনিধি সমান কোন জ্ঞানী পুরুষের, সৎপুরুষের সৎসমাগম হয় আর তাহার কৃপাধিকারী হয়ে আপনার চরণকমল পর্যন্ত পৌঁছানোর যোগ্যতা লাভ করি ।

হে শাসন দেব-দেবীগন ! হে পাঞ্চাঙ্গুলি যক্ষিণীদেবী তথা হে চন্দ্রায়ণ যক্ষদেব! হে শ্রী পদ্মাবতী দেবী ! আমাকে শ্রী সীমন্ধর স্বামীর চরণকমলে স্থান পাওয়ার মার্গে কোন বিঘ্ন না আসে, এমন অভূতপূর্ব রক্ষণ প্রদান করার কৃপা করুন আর কেবলজ্ঞান স্বরূপেই থাকার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন !

শ্রী সীমন্ধর স্বামীর আরতী

জয় 'সীমন্ধর স্বামী', প্রভু তীর্থঙ্কর বর্তমান
মহাবিদেহ ক্ষেত্রে বিচরতা, (২) ভরত ঋণানুবন্ধ ...... জয়

'দাদা ভগবান' সাক্ষীএ, পহোচাড়ুঁ নমস্কার (২) .....(স্বামী)
প্রত্যক্ষ ফল পামুঁ হুঁ, (২) মাধ্যম জ্ঞান অবতার। ...... জয়

পহেলী আরতী স্বামীনী, ওঁ পরমেষ্ঠি পামে (২) ......(স্বামী)
উদাসীন বৃত্তি বহে, (২) কারণ মোক্ষ সেবে। ...... জয়

বীজী আরতী স্বামীনী, পঞ্চ পরমেষ্ঠি পামে (২) ` ..... `(স্বামী)
পরমহংস পদ পামী, (২) জ্ঞান-অজ্ঞান লণে। ...`...`` জয়

ত্রীজী আরতী স্বামীনী, গণধর পদ পামে (২) ..... (স্বামী)
নিরাশ্রিত বন্ধন ছুটে, (২) আশ্রিত জ্ঞানী থয়ে। ...... জয়

চৌথী আরতী স্বামীনী, তীর্থঙ্কর ভাবি (২) ...`...` (স্বামী)
স্বামী সত্তা 'দাদা' কনে, (২) ভরত কল্যাণ করে ...... জয়

পঞ্চমী আরতী স্বামীনী, কেবল মোক্ষ লহে (২) ...... (স্বামী)
পরম জ্যোতি ভগবন্ত 'হূঁ, (২) অয়োগী সিদ্ধপদে ...... জয়

এক সময় স্বামী খোলে যে , মাথুঁ ঢালী নমশে (২) ..... (স্বামী)
অনন্য শরণুঁ স্বীকারী, (২) মুক্তি পদনে বরে .... জয়

* * *

প্রাতঃ বিধি

* শ্রী সীমন্ধর স্বামীকে নমস্কার করছি। (৫)
* বাৎসল্যমূর্তি 'দাদাভগবান'কে নমস্কার করছি। (৫)
* প্রাপ্ত মন-বচন-কায়া দ্বারা এই জগতের কোন ও জীবের কিঞ্চিৎ মাত্র ও দুঃ না হোক, না হোক, না হোক। (৫)
* কেবল শুদ্ধাত্মানুভব ছাড়া এই জগতের কোন বিনাশী জিনিস আমি চাই না। (৫)
* প্রকট জ্ঞানী পুরুষ 'দাদা ভগবান'-এর আজ্ঞাতেই নিরন্তর থাকার পরম শক্তি প্রাপ্ত হোক, প্রাপ্ত হোক, প্রাপ্ত হোক। (৫)
* জ্ঞানী পুরুষ 'দাদা ভগবান'-এর বীতরাগ বিজ্ঞানের যথার্থরূপে, সম্পূর্ণ-সর্বাঙ্গরূপে কেবল জ্ঞান, কেবল দর্শন আর কেবল চারিত্রতে পরিণমন হোক, পরিণমন হোক, পরিণমন হোক। (৫)

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী পরমাত্মা! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান। আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ। আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি।

অজ্ঞানতাবশে আমি যে যে ** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি। তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি। আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এসব দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব চলে যায় আর অভেদ স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি।

** যে দোষ হয়েছে, সেসব মনে প্রকাশ করবে।

নমস্কার বিধি

- প্রত্যক্ষ 'দাদা ভগবান'-এর সাক্ষীতে, বর্তমানে মহাবিদেহ ক্ষেত্রে বিচরিত, তীর্থঙ্কর ভগবান 'শ্রী সীমন্ধর স্বামী'কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৪০)
- প্রত্যক্ষ 'দাদা ভগবান'- এর সাক্ষীতে, বর্তমানে মহাবিদেহ ক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিচরিত 'ওঁ পরমেষ্টি ভগবন্তো'দের অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)
- প্রত্যক্ষ 'দাদা ভগবান'-এর সাক্ষীতে, বর্তমানে মহাবিদেহ ক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিচরিত 'পঞ্চ পরমেষ্টি ভগবন্তো'দের অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)
- প্রত্যক্ষ 'দাদা ভগবান'-এর সাক্ষীতে, বর্তমানে মহাবিদেহ ক্ষেত্র আর অন্য ক্ষেত্রে বিহরমান তীর্থঙ্কর সাহেবদের অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি । (৫)
- বীতরাগ শাসন দেব-দেবীদের অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি । (৫)
- নিষ্পক্ষপাতী শাসন দেব-দেবীদের অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)
- চব্বিশ তীর্থঙ্কর ভগবন্তো কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)
- শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)
- ভরতক্ষেত্রে হাল বিচরিত সর্বজ্ঞ 'শ্রী দাদা ভগবান' কে নিশ্চিতভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)
- 'দাদা ভগবান'-এর সর্ব 'সমকিতধারী মহাত্মা'-দেরকে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)
- সারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের 'রিয়েল স্বরূপ' কে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি। (৫)

- ‘রিয়েল স্বরূপ’-ই ভগবত্ স্বরূপ, সেইজন্য সারা জগতকে ভগবত্ স্বরূপে দর্শন করছি। (৫)
- ‘রিয়েল স্বরূপ’-ই শুদ্ধাত্মা স্বরূপ, সেইজন্য সারা জগতকে শুদ্ধাত্মা স্বরূপে দর্শন করছি। (৫)
- 'রিয়েল স্বরূপ’-ই তত্ব স্বরূপ, সেইজন্য সারা জগতকে তত্বজ্ঞান রূপে দর্শন করছি। (৫)

(বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রীসীমন্ধর স্বামী কে পরমপূজ্য দাদা ভগবানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ নমস্কার পৌঁছায়। বন্ধনীর ভিতরে লেখা সংখ্যা অনুযায়ী ততবার বলবে)

* * *

নয় কলম

1. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কে কিঞ্চিৎ মাত্র ও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি, এমন পরম শক্তি দিন ।

   আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কিঞ্চিৎ মাত্রও দুঃখ না পায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন

2. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎ মাত্রও আঘাত না করি, আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন ।

   আমাকে কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র ও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন ।

3. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যর অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন ।

4. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎ মাত্র ও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।

5. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনো কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন ।

   কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বললে আমাকে মৃদু ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন ।

6. হে দাদা ভগবান ! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক না কেন, তার সম্বন্ধে

কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্বন্ধী দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্বন্ধী দোষ না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না রার পরম শক্তি দিন।

আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

7. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন প্রকার রসের প্রতি লুব্ধতা না হয় এমন শক্তি দিন। সমরসী আহার নেবার পরম শক্তি দিন।

8. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

9. হে দাদা ভগবান! আমাকে জগৎ কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত তোমাকে দাদা ভগবানের কাছে চাইতে হবে। এ শুধুমাত্র প্রতিদিন যন্ত্রবত পড়ার জিনিস নয়, হৃদয়ে রাখার জিনিস। এটা প্রতিদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার জিনিস। এইটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. আত্মবোধ
১২. সেবা-পরোপকার
১৩. মানব ধর্ম
১৪. ভুগছে যে তার ভুল
১৫. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১৬ . যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৭. দাদা ভগবান কে ?
১৮. জগত কর্তা কে ?
১৯ কর্মের সিদ্ধান্ত
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২১. পয়সার ব্যবহার
২২. মাতা-পিতা আর সন্তানের ব্যবহার
২৩. স্বামী-স্ত্রীর দিব্য ব্যবহার
২৪. পাপ-পুণ্য
২৫. অহিংসা
২৬. প্রেম
২৭. বর্তমান তীর্থঙ্কর শ্রী সীমন্ধর স্বামী

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি, গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8,9 and 14(P-1,2)
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে ।
* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা “দাদাবাণী” পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয় ।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র

দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	:	৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	:	৭২০০৭৪০০০০	পুনে	:	৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	:	৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	:	৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	:	৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	:	৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	:	৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	:	৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	:	৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	:	৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org

U.K. : +44 330-111-DADA (3232)

Kenya : +254 722 722 063

UAE : +971 557316937

Dubai :` +971 5013644530

Australia : +61 421127947

New Zealand : + 64 21 0376434

Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

ঘরে-ঘরে সীমন্ধর স্বামীর পূজা হবে আর আরতী হবে আর জায়গায়-জায়গায় সীমন্ধর স্বামীর মন্দির স্থাপিত হবে, তখন জগতের নক্সা আলাদা ই হবে !

-পূজ্য শ্রী দাদা ভগবান

dadabhagwan.org

Printed in India

Price ₹ 30